আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা

تفسير الأحلام

আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা

(১ম খণ্ড)

মূল

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.

[জন্ম : ৩৩ হিজরী, মৃত্যু : ১১০ হিজরী]

অনুবাদ

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদনা

নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

প্রথম প্রকাশ | অক্টোবর ২০২১ইং

আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা (১ম খণ্ড)

মূল | ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.
জন্ম : ৩৩ হিজরী, মৃত্যু : ১১০ হিজরী

অনুবাদ | কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদনা | নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

প্রকাশক | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব | প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য | ৬০০.০০ টাকা মাত্র

অর্পণ

খালাম্মার মাগফিরাত কামনায়

প্রকাশকের কথা

সমুদয় প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি—যাঁর অশেষ মেহেরবানীতে বিশ্ববিখ্যাত স্বপ্নব্যাখ্যাগ্রন্থ *তাফসীরুল আহলাম*'র অনুবাদ *আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা* নামে প্রকাশিত হলো। অভিজাত, রুচিশীল ও গবেষণামূলক ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *আনোয়ার লাইব্রেরী* কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে কায়মনোবাক্যে মহান প্রভুর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে—আলহামদুলিল্লাহ।

স্বপ্ন ঘুমের ঘোরে দর্শিত চিন্তা-ভাবনার নাম। অন্যদিকে এই স্বপ্নই হচ্ছে মানুষের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ। স্বপ্নকে আরবি ভাষায় 'রুইয়া' এবং ফার্সীতে 'খাব' বলা হয়। মানুষ স্বপ্ন দেখে। ভালো স্বপ্ন দেখে বলে, সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। আর খারাপ স্বপ্ন দেখে বলে, ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখেছি। আবার কখনো বলে, একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছি। আসলে স্বপ্ন কী? এর ব্যাখ্যাই-বা কী? এ নিয়েই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কে বেশি অভিজ্ঞ? পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ. এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। নবীগণের পর সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। সমস্ত উম্মতের মধ্যে স্বপ্নের তাবীর বা রহস্য উদ্ঘাটনে ইমাম ইবনে সীরীনের তুলনা স্বয়ং ইমাম ইবনে সীরীন নিজেই। এতদ্বিষয়ে মহান আল্লাহ তাকে বিশেষ পারদর্শিতা এবং বুৎপত্তি দান করেছিলেন, যা সর্বজনস্বীকৃত।

এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে তিনি চান, তাকে দান করেন। এমনকি স্বপ্নের তাবীর বা ব্যাখ্যা তাঁর ফিতরাত বা স্বভাব ধর্মে পরিণত হয়েছিল এবং সমস্ত উম্মত তাঁকে এতদ্বিষয়ে ইমাম এবং মুজতাহিদ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর যুগের অনেক বড় বড় আলেম ও বিশেষজ্ঞ তাঁকেই তাদের সময়ের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী মনে করতেন। ইবনে আওন বলতেন– গোটা পৃথিবীতে তিন ব্যক্তির জুড়ি

মেলা কষ্টসাধ্য– ইরাকে ইবনে সীরীনের, হিজাযে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের এবং শামে রজা ইবনে হায়ওয়ার। আর এই তিনজনের মধ্যে ইবনে সীরীন ছিলেন বসরার সবচেয়ে বড় খোদাভীরু ফকীহ, জ্ঞানী, দক্ষ হাফিযুল হাদীস এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার।[১] ইবনে আওন আরও বলতেন, আমার দু'চোখ ইবনে সীরীন, আল কাসিম ও রজা ইবনে হায়ওয়ার সমকক্ষ কাউকে দেখেনি।[২]

স্বপ্নের তাবীর ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.-কে প্রায় অদ্বিতীয় বলা যায়। ইমাম যাহাবী রহ. বলেছেন, ইবনে সীরীন থেকে স্বপ্নের তাবীরের ব্যাপারে অনেক আশ্চর্যজনক কথা বর্ণিত হয়েছে, যা অনেক দীর্ঘ। এ ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছিলেন।[৩]

ব্যবসা-বাণিজ্য এমন এক পেশা—যাতে হারাম-হালালের ব্যাপারে বেশি সতর্কতা অবলম্বন অনেক সময় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন করে তোলে। ইবনে সীরীন রহ. জীবিকার জন্য পেশা হিসেবে ব্যবসাকে বেছে নেন। জীবনের প্রথম পর্বে জ্ঞান অর্জন শেষ করে দ্বিতীয় পর্ব যখন শুরু করেন তখন প্রত্যেকটি দিনকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেন। এক ভাগ জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিতরণ ও ইবাদত, আর এক ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জীবিকা অর্জন। সকালে তিনি বসরার জামে মসজিদে চলে যেতেন। ফজরের নামায আদায়ের পর দুপুরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেখানে নিজে শিখতেন ও অন্যদের শেখাতেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বেচাকেনার জন্য বাজারে চলে যেতেন। আর রাতের আঁধারে বিশ্বচরাচর যখন ঢেকে যেত তিনি তখন নিজের ইবাদতখানায় ঢুকে যেতেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কুরআনের নির্ধারিত অংশ পাঠে নিমগ্ন হতেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে সারা রাত অস্থিরভাবে কাঁদতেন। তাঁর এ কান্না শুনে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের তাঁর প্রতি দয়া হতো এবং তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে যেত। বেচাকেনার উদ্দেশ্যে তিনি যখন বাজারে ঘুরতেন তখন মানুষকে উপদেশ দিতে ভুলতেন না। অন্যদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। কীসে আল্লাহর

১. তাহযীবুত তাহযীব : ৯/২১৬।
২. তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৭৮।
৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৬১৮।

সন্তুষ্টি তাও বলে দিতেন। ছোট-খাট ঝগড়া-বিবাদও ফায়সালা করতেন।[৪]

তাফসীরুল আহলাম এই মহামনীষীর অমর গ্রন্থ। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সুনিপুণভাবে বিধৃত হয়েছে এতে। আশা করি, এ অনন্য গ্রন্থটি পাঠে সর্বসাধারণ উপকৃত হতে পারবেন। ইসলামী জীবনবোধ বিনির্মাণের প্রচেষ্টায় খুঁজে পাবেন অদম্য স্পৃহা। পরিশেষে গ্রন্থটির সকল কলা-কুশলীদের জানাই কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাঁদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিতে গ্রন্থটির মুদ্রণ, তত্ত্ব ও তথ্যগত কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানানোর আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলার কাছে সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। গ্রন্থটি পাঠকদের উপকারে এলেই আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
প্রকাশক
আনোয়ার লাইব্রেরী

৪. সুওয়ারুম মিন হায়াতিত তাবেয়ীন : ১২৮।

অনুবাদকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُـوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপী এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি—যিনি আমাকে *তাফসীরুল আহলাম* শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ আরবী বইটির অনুবাদ করার তাওফীক দিয়েছেন। বইটির সীমাহীন গুরুত্বের প্রতি খেয়াল করেই *আনোয়ার লাইব্রেরী* কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁদের এই সদিচ্ছার সঙ্গে একমত হয়ে বইটির অনুবাদ কাজে বিগত দেড় বছর আগে হাত দিয়েছিলাম। মহান আল্লাহর অশেষ ফযল ও করমে আজ বইটির অনুবাদ সমাপ্ত হয়ে ছাপা খানায় যাওয়ার উপযোগী হয়ে উঠেছে। (আল-হামদুলিল্লাহ)

বইটির মূল লেখক ইমামুত তাবিয়ীন মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ.। অমলিন যাঁর ইতিহাস। স্মরণীয় যাঁর কীর্তিমুখর জীবন। এই মহান তাবিয়ী একাধারে ছিলেন বিদগ্ধ ফকীহ, মুহাদ্দিস ও প্রবাদতুল্য স্বপ্নবিশারদ। আল্লাহপ্রদত্ত মেধা, ধৈর্য, আদব ও সময়কে কাজে লাগিয়ে ইলমের পথে তিনি একজন অগ্রপথিক রাহবার হিসেবে স্মরণীয়।

মুমিনের জীবনে স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেয়ামত যত নিকটে আসবে ঈমানদারের স্বপ্ন তত বেশি সত্য হতে থাকবে। ঈমানদারের জীবনে স্বপ্ন এত গুরুত্ব রাখে যে, তাকে নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। মানুষ যত বেশি সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করবে, সে ততবেশি সত্য স্বপ্ন

দেখতে পাবে। যদি কেউ চায় সে সত্য স্বপ্ন দেখবে, তাকে সততা ও সত্যবাদিতার সঙ্গে জীবন যাপন করতে হবে।

মূলত যেকোনো কিতাবই লেখকের মনের প্রতিচ্ছবি—যার আয়না যতো পরিষ্কার, সেই আয়নায় পাঠকের জন্য প্রতিচ্ছবিও তত পরিষ্কার দেখায়। ইবনে সীরীনের ইলমের ওপর আমল তার গ্রন্থের সমাদৃত হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।

দুনিয়াতে কত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, তা কে জানে! জন্মের পর তারা হাসে, কাঁদে, কিছু সময় কাটায়। তারপর আল্লাহর হুকুমে একদিন দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। তাদেরকে আর কেউ মনে রাখে না। এটাই সাধারণ নিয়ম।

এই সাধারণ নিয়মের যে ব্যতিক্রম ঘটে না এমনটি নয়। মুসলিম জাহানে এমন বহু লোক জন্মগ্রহণ করেছেন—যাঁরা অসাধারণ জ্ঞানী ও মহান। তাঁদেরকে আমরা মনীষী বলে থাকি। মুসলিম জগতে বহু ক্ষণজন্মা মনীষী জন্মেছেন—যাঁরা শুধু তাঁদের যুগেই নন; বর্তমান যুগেও আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয়। কালজয়ী প্রতিভা হিসেবে তাঁরা সর্বজনবরিত। মানব সভ্যতাকে তাঁরা নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কুরআন, সুন্নাহ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন কোনো বিষয় নেই, যেগুলো তাঁদের প্রতিভার যাদুস্পর্শে মানব সভ্যতার দিকদর্শন হয়ে ওঠেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিষয়েই তাঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। বলতে গেলে জ্ঞানের যে প্রদীপ তাঁরা জ্বালিয়ে দিয়েছেন—তার আলোকরশ্মি কুসংস্কার অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করে মানব জাতির সামনে খুলে দিয়েছে জ্ঞানের দুয়ার। যাঁদের সম্পর্কে আমরা বলি,

أولئـــك أبـــائي فجئـــنى بمـــثلهم
إذا جمعـــت يـــا جريـــر المجـــامع!

এঁরাই আমার পূর্বসূরী
এঁদের নিয়ে গর্ব করি
ওহে জারীর! দেখাও তুমি
বিশ্বসভায় তাঁদের জুড়ি ॥

মুসলিম মনীষীদের এই কাফেলায় ইমাম ইবনে সীরীন ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। এই গ্রন্থে মানুষের দেখা বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। পাঠকের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন অমূল্য ও হৃদয়স্পর্শী নানা স্বপ্নের ঘটনাও।

আমরা আশা করি, গ্রন্থটি পাঠকের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দেবে। প্রাণের উর্বরতা ও ঈমানের সজীবতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বাড়তি কিছু বলা বাহুল্য মনে করছি।

দেশের প্রতিশ্রুতিশীল ও স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *আনোয়ার লাইব্রেরীর* ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহতারাম মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল সাহেব যেভাবে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়ে অনুবাদকর্মে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন, তা এককথায় বর্ণনাতীত। তাঁর নিষ্ঠা, ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ঋণের শিকল পরিয়ে দিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করছি, যিনি এই কর্মটি সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন। সেই বরকতওয়ালা সত্তা যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ ইত্তেবা ও অনুসরণ করে জীবন ও মৃত্যু দান করেন।

এ কথা কারও অজানা নয় যে, প্রথম যুগের মনীষীদের লেখা বই শুধু বই-ই নয়; তা একটি অমূল্য রত্ন। সাফল্যের সিঁড়ি। সোনালী জীবনের সোপান। তাই সেসব বইয়ের নির্ভুল, সুন্দর ও সহজপাঠ্য অনুবাদ সকলেরই কাম্য। তথাপি মানুষ তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অনুবাদ কর্মে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসামঞ্জস্যতা, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, ভাষা প্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠকেরা এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মৌলিক কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়লে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে—ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কাজে বরকত দিন এবং কবুলিয়াতের বারিধারায় সিক্ত করুন।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
পূর্ব সোনাই, হেয়াকো, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১০ জুন ২০২১ ঈসায়ী।

সম্পাদকের কথা

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি, এই সামান্য ইলমী খেদমতটুকু আঞ্জাম দেবার তাওফীক প্রদানের জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও তাঁর বংশধর-সহচরগণের প্রতি, যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের জন্য উজ্জ্বলতম আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন।

স্বপ্নের শরয়ী মর্যাদা : মুমিনের স্বপ্নকে নবুয়তের অংশ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্য হাদীসে একে বলা হয়েছে 'মুবাশশিরাত' বা সুসংবাদ। এই দুই হাদীসের মাধ্যমেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোনো মুমিন যখন স্বপ্নে সুসংবাদ বা উপদেশ জাতীয় কিছু দেখেন, সেটির মূল্যায়ন করা উচিত। এবং এই মূল্যায়নের রয়েছে নির্দিষ্ট সীমারেখা। স্বপ্ন যতই গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতের হোক না কেন, স্বপ্ন কখনোই শরীয়তের দলীলের মর্যাদা রাখে না। অর্থাৎ, কারো স্বপ্নে দেখার দ্বারা কোনো অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না, কোনো কাজ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাবও স্বপ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় না। কোনো জায়েয কাজের ব্যাপারে যদি কাউকে স্বপ্নে পরামর্শ দেওয়া হয়, সেটি বাস্তবায়ন করা স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য ভালো ফল বয়ে আনতে পারে–এটিই হচ্ছে স্বপ্নের মূল্যায়ন। এ ছাড়া যদি কেউ স্বপ্নে এমন কোনো কাজের নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়, যা শরীয়তের নির্দেশনার পরিপন্থী, সেক্ষেত্রে কিছুতেই সেটা মানা বৈধ হবে না। এমনকি নির্দেশদাতা কোনো বড় আলেম, বুযুর্গ বা নবীই হোন না কেন। এ ধরনের স্বপ্নকেই হাদীসে শয়তানের দেখানো স্বপ্ন বলা হয়েছে। কোনো কাজ ফরজ বা ন্যূনতমপক্ষে মুস্তাহাব হওয়ার জন্য অবশ্যই শরীয়তের, তথা কুরআনের আয়াত বা গ্রহণযোগ্য সনদের হাদীস থাকতে হবে। স্বপ্নের এই মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মাপকাঠি না-জানার কারণেই স্বপ্নের অজুহাতে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে চলছে মাজার-ওরশ আর ভুঁইফোড় কবরের রমরমা ধর্মব্যবসা। স্বপ্নে দেখেই নিজেকে ইমাম মাহদী, ঈসা নবী বা মূসা নবী দাবী করা হচ্ছে। কেউবা ছুরি নিয়ে উদ্যত হচ্ছে ইসমাঈল আ.-এর মতো নিজের সন্তানকে জবাই করতে! অজ্ঞতা ও মূর্খতার এমন এক মগের মুল্লুকে আমরা বাস করছি, যেখানে স্বপ্নের এই সীমারেখা ভেঙে চলছে হাজারো অপকর্ম, অনাচার। এ-বিষয়ে আরও বিস্তারিত লেখার দাবী থাকলেও এখানে সে-অবকাশ নেই। (দ্র. আল-ই'তিসাম, ইমাম শাতেবী : খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৩)

কিতাব তাফসীরুল আহলাম : যুগ-যুগ ধরে এটি ইমাম ইবনে সীরীন রহ.-এর

নামেই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে। আসলে এটি ইমাম ইবনে সীরীনের লিখিত কি না, তা নিয়ে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম কলম ধরেছেন। তাদের তাহকীক থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, এতে যেসব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তার সবটাই ইবনে সীরীন রহ. থেকে প্রাপ্ত নয়। এবং এটি ইবনে সীরীনের রচনাও নয়। ইবনে সীরীন-সহ আল্লামা আবদুল গনী নাবলুসী, আল্লামা আবু সা'দ প্রমুখ স্বপ্নবিশারদ উলামায়ে কেরামের তা'বীরাত নিয়েই সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থটি। যেহেতু স্বপ্নের ব্যাখ্যার সঙ্গে শরীয়তের বিধিবিধান ও হালাল-হারামের কোনো সম্পর্ক নেই, তাই মুসান্নিফের সঙ্গে কিতাবের 'নিসবত' সহীহ না-হওয়া এবং প্রতিটি তথ্যের উপযুক্ত সূত্র না-পাওয়া সত্ত্বেও আমরা আগ্রহী পাঠকবৃন্দের উপকারের কথা বিবেচনা করে এটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

কিতাবে বর্ণিত হাদীসের মান : কিতাবে হাদীসে নববী হিসাবে যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলোর প্রায় সবগুলোরই আমরা তাখরীজ ও হুকুম সংযোজিত করে দিয়েছি। তবে এর বাইরেও এমন অনেক কথাকে রাসূলুল্লাহ বা সাহাবীদের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে, যেগুলো আমরা তাখরীজ করিনি। শরীয়তের হালাল-হারাম এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয় বলেই আমরা সেগুলো স্কিপ করে গিয়েছি।

তা'বীরের শরয়ী মান : এ-কিতাবে স্বপ্নের যে-ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো সবই বিশেষ কিছু আলামতের ভিত্তিতে করা উলামায়ে কেরামের নিজস্ব ধারনা ও গবেষণার ফল। কোনোভাবেই এগুলোকে ইসলামের বক্তব্য মনে করা উচিত হবে না। কারণ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু আলামতকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কুরআন ও সহীহ হাদীস সেক্ষেত্রে শুধু প্রাসঙ্গিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থকে। কাজেই স্বপ্নের তা'বীর সম্বলিত এই গ্রন্থটি ইসলামী আইন, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করে না।

মোদ্দাকথা, যে কিতাব যে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত, তাকে সে স্থানে রেখেই আমাদের তা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। এ মর্মেই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেছেন: "আমার সেসব বান্দাদের সুসংবাদ দাও, যারা মনোযোগসহ কথা শোনে এবং তা থেকে উত্তম ও সঠিক কথারই অনুসরণ করে। এরাই হলো তারা, যাদের আল্লাহ হেদায়েত করেছেন আর এরাই হলো প্রকৃত বুদ্ধিমান।" (সূরা যুমার : ১৭-১৮)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন, ইহ ও পরকালে ইজ্জত ও নাজাতের অসীলা বানান। আমীন।

–নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা ২৯
ইমাম ইবনে সীরীন রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী..... ৪২

[১] প্রথম পরিচ্ছেদ/৫৭

স্বপ্নে নিজেকে আল্লাহর সামনে দেখার ব্যাখ্যা ৫৭

[২] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ/৬১

নবী ও রাসূলগণকে বিশেষত নবীজি সা.-কে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৬১

[৩] তৃতীয় পরিচ্ছেদ/৭৪

ফেরেশতাগণকে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৭৪
হযরত জিবরাঈল আ. ৭৪
হযরত মিকাঈল আ. ৭৫
হযরত ইসরাফিল আ. ৭৫
মালাকুল মাউত বা হযরত আজরাঈল আ. ৭৫

[৪] চতুর্থ পরিচ্ছেদ/৮০

স্বপ্নে সাহাবা এবং তাবিয়ীদের দেখা ৮০

[৫] পঞ্চম পরিচ্ছেদ/৮২

পবিত্র কুরআনের সূরা দেখার ব্যাখ্যা ৮২
সূরা ফাতিহা..... ৮২
সূরা বাকারা..... ৮২
সূরা আলে ইমরান ৮২
সূরা নিসা ৮২
সূরা মায়িদা..... ৮২
সূরা আনআম..... ৮২
সূরা আরাফ..... ৮২
সূরা আনফাল..... ৮৩
সূরা তওবা..... ৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা ইউনুস	৮৩
সূরা হুদ	৮৩
সূরা ইউসুফ	৮৩
সূরা রাদ	৮৩
সূরা ইবরাহীম	৮৩
সূরা হিজর	৮৩
সূরা নাহল	৮৩
সূরা বনী ইসরাঈল	৮৩
সূরা কাহাফ	৮৩
সূরা মারইয়াম	৮৩
সূরা তোয়াহা	৮৩
সূরা আম্বিয়া	৮৪
সূরা হজ	৮৪
সূরা মুমিনূন	৮৪
সূরা নূর	৮৪
সূরা ফুরকান	৮৪
সূরা শুআরা	৮৪
সূরা নামল	৮৪
সূরা কাসাস	৮৪
সূরা আনকাবূত	৮৪
সূরা রুম	৮৪
সূরা লোকমান	৮৪
সূরা সাজদা	৮৪
সূরা আহযাব	৮৪
সূরা সাবা	৮৫
সূরা ফাতির	৮৫
সূরা ইয়াসীন	৮৫
সূরা সাফফাত	৮৫
সূরা সোয়াদ	৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা যুমার	৮৫
সূরা মুমিন	৮৫
সূরা হা-মীম সাজদা	৮৫
সূরা হা-মীম-আইন-সীন-কাফ (শুরা)	৮৫
সূরা যুখরুফ	৮৫
সূরা দুখান	৮৫
সূরা জাসিয়া	৮৫
সূরা মুহাম্মাদ	৮৫
সূরা ফাতাহ	৮৬
সূরা হুজুরাত	৮৬
সূরা কাফ	৮৬
সূরা যারিয়াত	৮৬
সূরা তূর	৮৬
সূরা নাজম	৮৬
সূরা কামার	৮৬
সূরা আর-রাহমান	৮৬
সূরা ওয়াকিয়া	৮৬
সূরা হাদীদ	৮৬
সূরা মুজাদালা	৮৬
সূরা হাশর	৮৬
সূরা মুমতাহিনা	৮৬
সূরা সাফ	৮৬
সূরা জুমআ	৮৭
সূরা মুনাফিকুন	৮৭
সূরা তাগাবুন	৮৭
সূরা তালাক	৮৭
সূরা মুলক	৮৭
সূরা নূন	৮৭
সূরা হাক্কাহ	৮৭

বিষয় **পৃষ্ঠা**

সূরা মাআরিজ ৮৭
সূরা নূহ ৮৭
সূরা জিন ৮৭
সূরা মুযযাম্মিল ৮৭
সূরা মুদ্দাসসির ৮৭
সূরা কিয়ামাহ ৮৭
সূরা হাল-আতা (দাহর) ৮৭
সূরা মুরসালাত ৮৮
সূরা আম্মা-ইয়াতাসালুন (নাবা) ৮৮
সূরা নাযিয়াত ৮৮
সূরা আবাসা ৮৮
সূরা তাকভীর ৮৮
সূরা ইনফেতার ৮৮
সূরা মুতাফফিফীন ৮৮
সূরা ইনশিকাক ৮৮
সূরা বুরূজ ৮৮
সূরা তারিক ৮৮
সূরা আ'লা ৮৮
সূরা আল-গাশিয়া ৮৮
সূরা ফাজর ৮৮
সূরা বালাদ ৮৮
সূরা শামস ৮৯
সূরা লাইল ৮৯
সূরা দোহা ৮৯
সূরা আলাম-নাশরাহ ৮৯
সূরা তীন ৮৯
সূরা ইকরা ৮৯
সূরা কাদর ৮৯
সূরা লাম ইয়াকুন ৮৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

সূরা যিলযালা ৮৯
সূরা আদিয়াত ৮৯
সূরা কারিআহ ৮৯
সূরা তাকাসুর ৮৯
সূরা আসর ৯০
সূরা হুমাযাহ ৯০
সূরা ফীল ৯০
সূরা কুরাইশ ৯০
সূরা মাউন ৯০
সূরা কাউসার ৯০
সূরা কাফিরুন ৯০
সূরা নাসর ৯০
সূরা তাব্বাত ইয়াদা ৯০
সূরা ইখলাস ৯১
সূরা ফালাক ৯১
সূরা নাস ৯১

[৬] ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ/৯৪

ইসলাম সম্পর্কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা ৯৪

[৭] সপ্তম পরিচ্ছেদ/৯৫

সালাম-মুসাফাহা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৯৫

[৮] অষ্টম পরিচ্ছেদ/৯৬

পবিত্রতা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৯৬
খতনা ৯৬
মিসওয়াক ৯৬
গোসল ৯৬
তায়াম্মুম ৯৭

[৯] নবম পরিচ্ছেদ/৯৮

আযান-ইকামত স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা

[১০] দশম পরিচ্ছেদ/১০২

নামায ও নামাযের রুকন স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১০২
ফরজ, সুন্নাত ও নফল ১০২
যোহর ১০৩
আসর ১০৩
মাগরিব ১০৩
এশা ১০৩
ফজর ১০৩
সিজদা ১০৪
সালাম ও তাশাহহুদ ১০৪
কেবলা ১০৫
ইমামতি ১০৫
দুআ, জিকির ও ইস্তেগফার ১০৭
জুমআ ১০৯

[১১] একাদশ পরিচ্ছেদ/১১১

মসজিদ, মেহরাব, মিনারা, জিকিরের মজলিস স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১১১
মসজিদ ১১১
মেহরাব ১১২
মিনার ১১৩
বাইতুল মাকদিস ১১৪

[১২] দ্বাদশ পরিচ্ছেদ/১১৬

যাকাত, সদকা, আহার করানো ও ফিতরা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১১৬

[১৩] ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ/১১৭

রোযা ও ইফতার স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১১৭

[১৪] চতুর্দশ পরিচ্ছেদ/১১৯

হজ, ওমরা, পবিত্র কাবা, হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইবরাহীম, জমজম, আল্লাহর নৈকট্যলাভের কাজ ও কুরবানী স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১১৯

বিষয় পৃষ্ঠা

হজ ১১৯
আরাফা ১১৯
কাবা ১২০
হাজরে আসওয়াদ ১২১
মিম্বার ১২২
কুরবানী ১২৩

[১৫] পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ/১২৫

জিহাদ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১২৫

[১৬] ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ/১২৭

মৃত্যু, মৃত ব্যক্তি, কবরস্থান, কাফন-দাফন ও শোক-বিলাপ বা মাতম ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১২৭
মৃত্যু ১২৭
বিলাপ ১২৯
কান্নাকাটি ১২৯
মৃত ব্যক্তির গোসল ১৩০
কাফন ১৩১
সুগন্ধিদ্রব্য ১৩১
মৃতের খাটিয়া ১৩১
জানাযার নামায ১৩৩
দাফন ১৩৩
খোদাই কবর ১৩৩
দাদা-দাদী, নানা-নানী, পিতা-মাতা প্রমুখ ১৩৬
ছেলেমেয়ে ১৩৬
ভাই-বোন ১৩৬
মামা-খালা ১৩৭
মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ১৩৮

[১৭] সপ্তদশ পরিচ্ছেদ/১৪২

কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ, মীযান, আমলনামা ও পুলসিরাত ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা ১৪২

বিষয় **পৃষ্ঠা**

কিয়ামত ১৪২
হিসাব-কিতাব ১৪৪
পুলসিরাত ১৪৫

[১৮] অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ/১৪৬

জাহান্নাম স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১৪৬

[১৯] ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ/১৪৮

জান্নাত এবং জান্নাতের নেয়ামত, হুর, প্রাসাদ, ঝরনা ও ফল স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১৪৮

[২০] বিংশ পরিচ্ছেদ/১৫৩

জিন-শয়তান স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....১৫৩

[২১] একবিংশ পরিচ্ছেদ/১৫৫

বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পরিচিত-অপরিচিত, নারী-পুরুষ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১৫৫

[২২] দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ/১৬০

মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১৬০
মাথা.....১৬০
মাথার চুল ১৬৩
মহিলার চুল ১৬৪
চুল ঝরে পড়া ১৬৫
মাথা কামানো ১৬৫
মহিলার মাথা কামানো.....১৬৬
মস্তিষ্ক ১৬৭
কোমর ১৬৭
কপাল ১৬৭
চুলের বেণী.....১৬৮
চোখের ভ্রু.....১৬৮
চোখ ১৬৮
দৃষ্টিশক্তি ১৬৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

চোখের পলক ১৭০
চোখের সুরমা ১৭০
চেহারা ১৭১
নাক ১৭১
মুখ.....১৭১
ঠোঁট.....১৭২
জিহ্বা ১৭২
দাঁত ১৭৩
কান.....১৭৬
দাড়ি.....১৭৮
মহিলাদের দাড়ি ১৮০
ছোট দাড়ি ১৮১
ঘাড় ১৮২
কাঁধ.....১৮৩
হাত ১৮৩
বাহু.....১৮৫
হাতের তালু ১৮৫
আঙ্গুল ১৮৬
নখ ১৮৭
হাতের খেজাব.....১৮৮
বগলের চুল ১৮৯
পিঠ.....১৮৯
মেরুদণ্ড.....১৮৯
শরীর ১৯০
শরীরের লোম ১৯০
বুক.....১৯১
স্তন ১৯১
পেট.....১৯২
কলব.....১৯৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**

যকৃত.....১৯৩
প্লীহা ১৯৪
খাদ্যনালী, ফুসফুস ও ভুড়ি.....১৯৪
নাভী ১৯৫
পাঁজর ১৯৫
লজ্জাস্থান ১৯৬
পুরুষাঙ্গ ১৯৭
বীর্যপাত করা ১৯৮
স্ত্রী লিঙ্গ ১৯৮
অণ্ডকোষ ২০০
নাভীর নিচের চুল ২০০
নিতম্ব ২০১
উরু ২০১
রক্তবাহী ধমনী ২০২
হাঁটু.....২০২
পায়ের গোছা ২০৩
পায়ে হাঁটা ২০৩
পায়ের গিরা ২০৩
পা.....২০৩

[২৩] ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ/২০৬

আওয়াজ, স্বর, দুধ, রক্ত, পানিসহ মানুষ বা প্রাণী থেকে যা কিছু নির্গত হয় তা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২০৬
দুধ.....২০৬
দুগ্ধজাত দ্রব্য.....২০৮
নাক থেকে রক্ত ঝরে পড়া.....২১১
অশ্রু ২১১
নাকের শ্লেস্মা ২১২
হাই ওঠা, হাসি ও নাক ডাকা ২১৩
চিৎকার দেওয়া.....২১৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ঘাম ২১৩
দুআ, পরামর্শ ও গায়েবি আওয়াজ ২১৪
থুথু ও কানের ময়লা ২১৪
মুখের লালা ২১৫
কফ-কাশি ২১৫
বমি.....২১৫
দুষিত রক্ত ২১৬
প্রস্রাব ২১৬
রক্ত ও বিভিন্ন ধরনের পেশাব ২১৭
বীর্য ২১৯
ঋতুবতী ২২০
মলমূত্র ২২০
পেট হতে নির্গত বস্তু ২২১
বায়ুত্যাগ.....২২২
গোবর ২২৩
ডিম ২২৩
পুরুষের গর্ভধারণ করতে দেখা.....২২৫

[২৪] চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ/২২৬

প্রাণীদের আওয়াজ ও তাদের কথাবার্তা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২২৬

[২৫] পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ/২২৮

রোগ, বিপদ ও ব্যথা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২২৮
জ্বর.....২২৮
শ্বেত কুষ্ঠ ২৮৮
আঁচিল, চুলকানী ও বসন্ত ২৮৮
কম্পন.....২২৯
বিষপান.....২২৯
ফোঁড়া-ফোসকা ইত্যাদি ২২৯
কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ২৩০

বিষয় **পৃষ্ঠা**

পাগলামী ২৩১
মাথার রোগব্যাধি ২৩১
নাক, কান, চোখের ব্যাধি ২৩২
জিহ্বা ২৩৪
ঠোঁট ২৩৫
মুখ ২৩৫
দাঁত বা চোয়াল ২৩৬
ঘাড়-পিঠ ২৩৬
হাত ২৩৬
আঙ্গুল ও নখ ২৩৯
বুক, পেট, পিঠ ২৩৯
পা ২৪০
লিঙ্গ ২৪১
প্লেগ বা মহামারী ২৪২

[২৬] ষট্‌বিংশ পরিচ্ছেদ/২৪৫

ঔষধ-পথ্য, চিকিৎসাপদ্ধতি, পানীয়, শিঙ্গা লাগানো, দুষিত রক্ত বের করা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২৪৫

[২৭] সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ/২৪৯

খাদ্যদ্রব্য, মিষ্টান্ন, মাংস, হাড়ি-পাতিল, দস্তরখান, পেয়ালা, চামচ, চুলার ইট বা ডেগ রাখার পায়া ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২৪৯

[২৮] অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ/২৬৫

বাদ্যযন্ত্র, মাদক, মদ্যপাত্র, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, সুগন্ধি, জেয়াফত ও আতিথেয়তা .....
স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৬৫
জেয়াফত ও আতিথেয়তা ২৬৫
বীণা বাজানো ২৬৫
বাঁশি ২৬৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

তবলা ২৬৬
দফ ২৬৬
গান ২৬৭
নৃত্য ২৬৭
মাদক ২৬৮
পাত্র ২৭১
সুগন্ধি ২৭২

[২৯] ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ/২৭৪

বিভিন্ন ধরনের পোশাক-সামগ্রী স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২৭৪
পাগড়ী ২৭৫
টুপি ২৭৫
মহিলাদের ওড়না ২৭৬
জামা ২৭৭
কোর্তা ও আবাকাবা.....২৭৮
জুব্বা.....২৭৮
পায়জামা ২৭৮
বেল্ট ২৭৯
লুঙ্গি ২৭৯
লেপ.....২৭৯
চাদর ২৮০
কোর্ট ২৮০
পশমী কাপড় ২৮১
বিভিন্ন রঙের কাপড়.....২৮১
মোজা ২৮৫
জুতা-স্যান্ডেল ২৮৫

[৩০] ত্রিংশ পরিচ্ছেদ/২৮৯

রাজা-বাদশাহ, তাদের মোসাহেব, সহযোগী, অনুচরবর্গ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংক্রান্ত ২৮৯

ভূমিকা

যার নিখুঁত সৃষ্টি কুশলতায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এ বিশ্ব জাহান, যাঁর অসীম কুদরতের অনুপম নিদর্শন চাঁদ-সুরুজ ও সিতারা-আসমান, যাঁর করুণা স্নিগ্ধ লালন-প্রতিপালনে ধন্য সকল জড় উদ্ভিদ প্রাণ, সেই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্যই আমাদের সকাল-সন্ধ্যার হামদ-সানা, দিবস রজনীর স্তুতি-বন্দনা, যাঁর শুভাগমনে আঁধার ঘুচে মানবতার পূর্ব দিগন্তে এক নতুন সূর্যের উদয় হল, মানবতার মুক্তির জন্য মানুষেরই হাতে তায়েফের মাটি যার রক্তে রঞ্জিত হল, সেই নবী রাহমাতুল্লিল আলামীনের প্রতি আমার বিরহী আত্মার সালাত ও সালাম। মদীনা-স্বপ্নে বিভোর আমার হৃদয়ের প্রেম-পয়গাম।

স্বপ্ন ঘুমের ঘোরে দর্শিত চিন্তা-ভাবনার নাম। অন্যদিকে এই স্বপ্নই হচ্ছে মানুষের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ। স্বপ্নকে আরবী ভাষায় 'রুইয়া' এবং ফার্সীতে 'খাব' বলা হয়। মানুষ স্বপ্ন দেখে। ভালো স্বপ্ন দেখে, বলে সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। খারাপ স্বপ্ন দেখে বলে ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখেছি। আবার কখনো বলে, একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছি। আসলে স্বপ্ন কী? এ নিয়ে গবেষণা কম হয়নি, মানব সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত। কেউ বলেছেন, এটা একটি মানসিক চাপ থেকে আসে। কেউ বলেছেন, শারীরিক বিভিন্ন ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটলে এটা দেখা যায়, সে অনুযায়ী। কেউ বলেছেন, সারাদিন মনে যা কল্পনা করে তার প্রভাবে রাতে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন আধুনিক মনোবিজ্ঞানেরও একটি বিষয়। আবার অনেকে স্বপ্ন না দেখেও বলে এটা আমার স্বপ্ন ছিল। অথবা আমার জীবনের স্বপ্ন এ রকম ছিল না। মানে, মনের আশা, পরিকল্পনা। তাই স্বপ্নের অর্থ এখানে স্বপ্ন শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে এসেছে ইসলাম। এই ইসলাম মানুষের স্বপ্নের ব্যাপারেও উদাসীন থাকেনি। স্বপ্ন সম্পর্কে তার একটি নিজস্ব বক্তব্য আছে। তার এ বক্তব্য কোনো দার্শনিক বা বিজ্ঞানীর বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যাবে, এমনটি জরুরী নয়। মিলে গেলেও কোনো দোষ নেই। স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা বিশেষজ্ঞ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. বলেছেন, স্বপ্ন তিন ধরনের হয়ে থাকে। মনের কল্পনা ও অভিজ্ঞতা, শয়তানের ভয় প্রদর্শন ও কুমন্ত্রণা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুসংবাদ।[৫]

৫. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭০১৭।

ইসলামে স্বপ্নের একটি গুরুত্ব আছে। নিঃসন্দেহে এটা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একচোখা বস্তুবাদীরা বলে থাকে, "মানুষ যখন ঘুমায়, তখন তার মস্তিস্ক তার স্মৃতিগুলো নাড়াচাড়া করে। যাচাই-বাছাই করে, কিছু পুনর্বিন্যাস করে। তারপর স্মৃতির ফাইলে যত্ন করে রেখে দেয়। এই কাজটা সে করে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন। মস্তিস্কের এই কাজ-কর্মই আমাদের কাছে ধরা দেয় স্বপ্ন হিসেবে।"

কথাটা শুনতে মন্দ নয়। তবে এটি স্বপ্নের একটি প্রকার মাত্র। বাকী দু'প্রকার কি আপনাদের মস্তিস্কে ধরা পড়ে? ইসলাম তো বলে স্বপ্ন তিন প্রকার। হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসতেন। প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, 'গতরাতে তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ?'[৬] পবিত্র কুরআনে নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্বপ্ন এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর স্বপ্নের কথা উল্লেখ আছে।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ে মিশরের বাদশার স্বপ্ন, তাঁর জেলখানার সঙ্গীদের স্বপ্ন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বপ্ন নিয়ে তো আল কোরআনে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। মিশরের বাদশা তার সভাসদের স্বপ্ন বিশেষজ্ঞদেরকে নিজ স্বপ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। জানতে চেয়েছিল, সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা। তারা বলেছিল, এটা এলোমেলো অলীক স্বপ্ন। তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারল না। নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন। নিজের পক্ষ থেকে নয়। আল্লাহ তাআলার শেখানো ইলম থেকে।[৭]

স্বপ্ন তিন প্রকার : এক. মনে-মনে যা সারাদিন কল্পনা করা হয় তার প্রভাবে ঘুমের মধ্যে ভালো-মন্দ কিছু দেখা। এগুলো আরবীতে 'আদগাসু আহলাম' বা অলীক স্বপ্ন বলে। দুই. শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রভাবে স্বপ্ন দেখা। সাধারণত এ সকল স্বপ্ন ভীতিকর হয়ে থাকে। তিন. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইশারা, ইঙ্গিত হিসাবে স্বপ্ন দেখা। বিষয়টি উপরে বর্ণিত হাদীসেও উল্লেখ হয়েছে।

হাদীসে এসেছে : আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নবুওয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নেই, বাকী আছে কেবল মুবাশশিরাত (সুসংবাদ)। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, মুবাশশিরাত কী? তিনি বললেন, ভালো স্বপ্ন।[৮]

৬. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫০১৭, সনদ সহীহ।
৭. সূরা ইউসূফের ৩৬ থেকে ৪৯ আয়াত দ্রষ্টব্য।
৮. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৯৯০।

সুতরাং বুঝা গেল, স্বপ্ন নবুওয়তের একটি অংশ। নবী ও রাসূলদের কাছে জিবরীল যেমন সরাসরি ওহী নিয়ে আসতেন, তেমনি স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নবী ও রাসূলদের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠাতেন। মুসলিম জীবনে স্বপ্ন শুধু একটি স্বপ্ন নয়। এটা হতে পারে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে স্বপ্নদ্রষ্টার প্রতি একটি বার্তা। আল মুবাশশিরাত অর্থ সুসংবাদ। সঠিক স্বপ্ন যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তা স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য একটি সুসংবাদ।

হাদীসে এসেছে : আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দিন যত যেতে থাকবে, কিয়ামত নিকটে হবে, মুমিনদের স্বপ্নগুলো তত মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। ঈমানদারের স্বপ্ন হলো নবুওয়তের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ।'[৯]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 'তোমাদের মধ্যে যে লোক যত বেশি সত্যবাদী হবে, তার স্বপ্ন তত বেশি সত্যে পরিণত হবে।'

সুতরাং বুঝা গেল, মুমিনের জীবনে স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেয়ামত যত নিকটে আসবে ঈমানদারের স্বপ্ন তত বেশি সত্য হতে থাকবে। ঈমানদারের জীবনে স্বপ্ন এত গুরুত্ব রাখে যে, তাকে নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। মানুষ যত বেশি সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করবে সে ততবেশি সত্য স্বপ্ন দেখতে পাবে। যদি কেউ চায় সে সত্য স্বপ্ন দেখবে, সে যেন সৎ, সততা ও সত্যবাদিতার সঙ্গে জীবন যাপন করে।

হাদীসে এসেছে : আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে নিদ্রার মধ্যে আমাকে দেখে সে যেন বাস্তবেই আমাকে দেখেছে। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।'[১০]

সুতরাং এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেখে, সে সত্যিকারভাবেই তাকে দেখেছে। শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রভাবে মানুষ স্বপ্ন দেখে থাকে। শয়তান মানুষকে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখাতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ধরে ধোঁকা দিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখা একটি সৌভাগ্য। খুব কম ঈমানদারই আছেন, যারা এ সৌভাগ্যটি অর্জন করেছেন।

স্বপ্ন দেখলে করণীয় : হাদীসে এসেছে : আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত,

৯. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭০১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২২৬৩।
১০. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৯৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২২৬৬।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তা হলে জানবে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে। তখন সে যেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে ও অন্যদের কাছে বর্ণনা করে।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'এ স্বপ্নের কথা শুধু তাকে বলবে, যে তাকে ভালোবাসে। আর যদি স্বপ্ন অপছন্দের হয়, তা হলে বুঝে নেবে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন সে শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে আর এ স্বপ্নের কথা কারো কাছে বলবে না। তা হলে খারাপ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[১১]

সুতরাং যা কিছু ভালো স্বপ্ন, সেটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্রভাবের কারণে দেখে থাকে। ভালো স্বপ্ন দেখলে এমন ব্যক্তির কাছে বলা যাবে, যে তাকে ভালোবাসে। যে ভালোবাসে না, এমন ব্যক্তির কাছে কোনো স্বপ্নের কথা বলা যাবে না। হতে পারে সে ভালো স্বপ্নটির একটি খারাপ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দেবে। ভালো স্বপ্ন দেখলে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতে হবে। খারাপ স্বপ্ন দেখলে কারো কাছে বলা উচিত নয়। খারাপ স্বপ্ন দেখলে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া মাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতে হবে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।

হাদীসে এসেছে : আবু কাতাদাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। কেউ স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে বাম পাশে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে আর শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (এভাবে বলবে, আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম) তা হলে এ স্বপ্ন তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।'[১২]

হাদীসে এসেছে : জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে না, তা হলে তিনবার বাম দিকে থুথু দেবে। আর তিনবার শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইবে। (আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বলবে) আর যে পার্শ্বে শুয়েছিল, তা পরিবর্তন করবে।' (অর্থাৎ পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোবে) [১৩]

১১. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭০৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২২৬১।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. সহীহ মুসলিম হাদীস: ২২৬১।

স্বপ্নের ব্যাপারে ব্যাপারে মিথ্যা বলা অন্যায়। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে : আবুল আসকা ওয়াসেলা ইবনুল আসকা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হল, কোনো ব্যক্তি তার নিজের পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান বলে দাবী করা, যে স্বপ্ন সে দেখেনি তা বর্ণনা করা আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তা তাঁর নামে বলা।[১৪]

যারা মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে আর মনে করে, এতে এমন কী ক্ষতি? তাদের জন্য এ হাদীস একটি সাবধান বাণী। এটাকে ছোট পাপ বলে দেখার কোনো অবকাশ নেই। সব ধরনের মিথ্যাই অন্যায়। এমনকি হাসি-ঠাট্টা করে মিথ্যা বলাও পাপ। তবে মিথ্যার মধ্যে এ তিনটি হল খুবই মারাত্মক। যে পিতা নয়, তাকে পিতা বলে লেখা বা ঘোষণা দেয়া এমন অন্যায় যার মাধ্যমে পরিবার প্রথা ও বংশের ওপর আঘাত আসে। মাতা-পিতার অবদানকে অস্বীকার করা হয়। কেউ মিথ্যা স্বপ্নের বর্ণনা দিলে তার ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। আর যদি ব্যাখ্যা করা হয়, তা হলে তা সংঘটিত হয়ে যায়।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি ইমাম ইবনে সীরীন রহ.-এর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে যেন একটি কাঁচের পেয়ালা। সেটি ভেঙ্গে গেল কিন্তু তার পানি রয়ে গেছে। ইবনে সীরীন রহ. বললেন, তুমি কিন্তু এ রকম কোনো স্বপ্ন দেখোনি। লোকটি রাগ হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! (আমি মিথ্যে বলিনি) ইবনে সীরীন রহ. বললেন, যদি স্বপ্ন মিথ্যা হয়, তা হলে আমাকে দোষারোপ করতে পারবে না। আর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, তোমার স্ত্রী মারা যাবে আর পেটের বাচ্চাটি জীবিত থাকবে। এ কথা শোনার পর লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! আমি আসলে কোনো স্বপ্ন দেখিনি। এর কিছুক্ষণ পর তার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং তাতে আর স্ত্রী মারা গেছে।[১৫]

আরেকটি উদাহরণ : এক ব্যক্তি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, জমিন তরু-তাজা সবুজ হয়েছে। এরপর আবার শুকিয়ে গেছে। আবার সবুজ-তরুতাজা হয়েছে, আবার শুকিয়ে গেছে। ওমর রাযি. বললেন, এর ব্যাখা হল তুমি প্রথমে মুমিন থাকবে পরে কাফের হয়ে যাবে। আমার মুমিন হবে, এরপর আবার কাফের হয়ে যাবে আর কাফের অবস্থায় তুমি মৃত্যুবরণ করবে। এ কথা শুনে লোকটি বলল, আসলে আমি এ রকম কোনো

১৪. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৫০৯।
১৫. ইমাম যাহাবী রহ. প্রণীত সিয়ার আল-আলাম আন নুবালা।

স্বপ্ন দেখিনি। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যে বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করেছিলে তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তোমার বিষয়ে ফয়সালা হয়ে গেছে যেমন ফয়সালা হয়েছিল ইউসূফ আলাইহিস সালামের সাথীর ব্যাপারে।[১৬]

তাই কখনো কাল্পনিক বা মিথ্যা স্বপ্ন বলা ও তার ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া ঠিক নয়।

হাদীসে এসেছে : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। এ কথা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। আর বললেন : ঘুমের মধ্যে শয়তান তোমাদের কারো সঙ্গে যদি দুষ্টুমি করে, তবে তা মানুষের কাছে বলবে না।[১৭]

হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম : সাহাবীগণ কোনো স্বপ্ন দেখলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন। তারা এভাবে কোনো স্বপ্নকে অযথা মনে না করে এর গুরুত্ব দিতেন। খারাপ স্বপ্ন দেখলে তা কাউকে বলতে নেই। খারাপ ও নেতিবাচক স্বপ্ন শয়তানের একটি কুমন্ত্রণা।

কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবে? এমন ব্যক্তিই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার রাখে, যে কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মানব-দরদী ও সকলের প্রতি কল্যাণকামী মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। তাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখলে তা আলেম কিংবা কল্যাণকামী ব্যতীত কারো কাছে তা বর্ণনা করবে না।[১৮]

শায়খ আব্দুর রহমান আস সাদী রহ. বলতেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি শরয়ী বিদ্যা। এটা শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া ও চর্চা করলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়া যাবে। আর স্বপ্নের ব্যাখ্যা ফতোয়ার মর্যাদা রাখে। তাইতো ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে ফতোয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি তার জেলের সঙ্গী দুজনকে তাদের জানতে চাওয়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে বলেছিলেন, তোমরা দুজনে যে বিষয়ে ফতোয়া চেয়েছিলে তার ফয়সালা হয়ে গেছে।[১৯]

১৬. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস: ২০৩৬০। বর্ণনার সনদ সহীহ।
১৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২২৬৮।
১৮. মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ৮১৭৭। ইমাম যাহাবীর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।
১৯. সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪১

স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেভাবে করা হয় তা-ই সংঘটিত হয় হাদীসে এসেছে : আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বপ্নের যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় সেভাবে তা বাস্তবায়িত হয়। যখন তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখবে তখন আলেম অথবা কল্যাণকামী ব্যতীত কারো কাছে তা বর্ণনা করবে না।[২০]

হাদীসে আরো এসেছে : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার অধিবাসী এক মহিলার স্বামী ছিল ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক কাজে বিভিন্ন দেশে আসা যাওয়া করত সে। যখনই তার স্বামী বিদেশে যেত তখনই সেই নারী স্বপ্ন দেখত। আর তার স্বামী সর্বদা তাকে গর্ভবতী রেখে যেত। একদিন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার স্বামী সফরে গেছে। আমি গর্ভবতী। আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমার ঘরের চৌকাঠ ভেঙ্গে গেছে। আর আমি একটি এক চোখ কানা সন্তান প্রসব করেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভালো স্বপ্ন দেখেছ। ইনশা আল্লাহ তোমার স্বামী তোমার কাছে সহীহ-সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসবে আর তুমি একটি সুস্থ-সুন্দর সন্তান প্রসব করবে। এভাবে সে দুবার বা তিনবার স্বপ্ন দেখেছে। আর প্রতিবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছে। তিনি প্রতিবার এরকম ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। আর প্রতিবার সে রকমই বাস্তবায়িত হয়েছে।

একদিন মহিলা আগের মতোই এলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন অনুপস্থিত ছিলেন। সে স্বপ্ন দেখেই এসেছে। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি রাসূলুল্লাহর নিকট কী জিজ্ঞেস করবে? সে বলল, আমি একটি স্বপ্ন প্রায়ই দেখি। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসি। তিনি সুন্দর ব্যাখ্যা দেন। সেটাই বাস্তবে পরিণত হয়। আমি বললাম, তুমি আমাকে বল, কী স্বপ্ন দেখেছো? সে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসুন, তারপর বলব। আমি তাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলাম স্বপ্নটি বলার জন্য—যেমনটি আমার অভ্যাস। অবশেষে সে আমাকে স্বপ্নের কথা বলতে বাধ্য হলো। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! তোমার স্বপ্ন যদি সত্যি হয়, তা হলে তোমার স্বামী মারা যাবে। আর তুমি একটি অপূর্ণাঙ্গ বা অসুস্থ ছেলে প্রসব করবে।

তখন মহিলাটি বসে কাঁদতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

২০. মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ৮১৭৭। ইমাম যাহাবীর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ।

এসে বললেন, হে আয়েশা! এর কী হয়েছে? তখন আমি পুরো ঘটনা ও স্বপ্ন সম্পর্কে আমার দেয়া ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! এটা কী করলে? যখন কোনো মুসলমানের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করবে তখন সুন্দর ও কল্যাণকর ব্যাখ্যা দেবে। মনে রাখবে স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, বাস্তবে তাই সংঘটিত হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহ তাআলার কী ইচ্ছা জানি না। মহিলাটির স্বামী মারা গেল আর দেখলাম, সে একটি অসুস্থ, বিকলাঙ্গ ছেলে প্রসব করল।[২১]

সুতরাং বুঝা গেল, স্বপ্ন বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যাকে তাকে স্বপ্নের কথা বলা উচিত নয়। সর্বদা আলেম, শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে স্বপ্নের কথা বলবে। যে শুভাকাঙ্ক্ষী নয় তার কাছে কোনো ধরনের স্বপ্নের কথা বলবে না। স্বপ্ন একটি উড়ন্ত পাখির পায়ের মতো। এ কথার অর্থ হল শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা পা যেমন যে কোনো সময় মাটিতে রাখা যায় আবার নিচে আগুন থাকলে তাতেও রাখা যায়। স্বপ্ন এমনই, এর ব্যাখ্যা ভালো করা যায় আবার খারাপও করা যায়। যে ব্যাখ্যাই করা হোক, সেটিই সংঘটিত হবে। মদীনার এই মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে আসতেন। স্বপ্নটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে খারাপ হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো ও সুন্দর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তাই স্বপ্নদ্রষ্টার পরিচিতদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ভালো আলেম তার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া উচিত।

প্রশ্ন হতে পারে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেন এ ধরনের ব্যাখ্যা দিলেন? এর উত্তর হল–

ক. এ মহিলার স্বপ্নের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে করেছেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তা জানতেন না। তাই তিনি নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

খ. আয়েশা রাযি. স্বপ্নের বাহ্যিক দিক তাকিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঘরের চৌকাঠ দ্বারা স্বামী বুঝেছেন। আর এক চোখ অন্ধ সন্তান দ্বারা অপূর্ণাঙ্গ সন্তান বুঝেছেন।

গ. স্বপ্নের খারাপ বা অশুভ ব্যাখ্যা করা অনুচিত। স্বপ্ন ব্যাখ্যার এ মূলনীতির

২১. সুনানে দারিমী, হাদীস: ২৩৩৪। ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান। (ফাতহুল বারী: ১২/৪৩২)

কথা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আগে থেকে জানতেন না। এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন।

ঘ. এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করা যেত, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। তা হল, ঘরের চৌকাঠ ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হলো, ঘর প্রশস্ত হবে। প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা আসবে। আর এক চোখ কানা সন্তানের অর্থ হল, সন্তানটি তার চোখ দিয়ে শুধু ভালো বিষয় দেখবে।

এটা হল দূরবর্তী ব্যাখ্যা। আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা করেছেন নিকটবর্তী ব্যাখ্যা। ছয়. যার কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হবে, তিনি যদি জানেন, এর ব্যাখ্যা খারাপ তবে তিনি তা বলবেন না। যথাসম্ভব ভালো ব্যাখ্যা করে দেবেন। নয়তো চুপ থাকবেন। অথবা বলবেন, আল্লাহ ভালো জানেন।

সায়ীদ ইবনে মানসূর বর্ণনা করেন, আতা রহ. সবসময় বলতেন : স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা দেয়া হয়, সেটাই সংঘটিত হয়।[২২]

প্রশ্ন হতে পারে তা হলে তাকদীরের ব্যাপারটা কী হবে? উত্তর সোজা। তাকদীরে এভাবেই লেখা আছে যে, অমুক ব্যক্তি এভাবে ব্যাখ্যা করবে। আর তাই সংঘটিত হবে। কিন্তু আমাদের কর্তব্য হবে, কখনো খারাপ বা অশুভ ব্যাখ্যা না দেয়া। তাকদীরে কী আছে আমরা তা জানি না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো মানুষের কাছে স্বপ্নের কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

স্বপ্নের কথা শুধু তাকে বলা যাবে যে আলেম, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী। এ ছাড়া অন্য কারো কাছে নয়।

তাবীরের (ব্যাখ্যার) বিভিন্ন প্রকার : তাবীর মানে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা। যার মাধ্যমে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হয় তার বিবেচনায় কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। ইমাম বাগভী রহ. বলেন, স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার দিক দিয়ে কয়েক প্রকার হতে পারে। প্রথমত: আল কোরআনের আয়াত দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করা। দ্বিতীয়ত: হাদীসে রাসূল দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা। তৃতীয়ত: মানুষে মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ উক্তি দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা। চতুর্থত: কখনো বিপরীত অর্থ গ্রহণ করার মূলনীতির আলোকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা।

শায়খ আবু সা'দ ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ হতে বর্ণনা করেন। সমগ্র জগত সৃষ্টির

২২. ফাতহুল বারী: ১২/৪৩২। সনদ সহীহ।

পর মহান আল্লাহ হযরত আদম আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! তুমি আমার সৃষ্ট জগত দেখেছ? বল তো তোমার সমকক্ষ ও সদৃশ কোনো কিছু দেখেছ কী? উত্তরে হযরত আদম আ. বললেন, না। হে আমার রব, দেখিনি। আপনি আমাকে অবশ্যই বিশেষ ফজীলত ও সম্মান দান করেছেন। অতএব আপনি আমাকে একজন সঙ্গী দান করুন। যাতে আমি শান্তি লাভ করতে পারি এবং আপনার ইবাদত-বন্দেগী ও তাওহীদের গুণগান গাইতে পারি। মহান আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা দান করব। এরপর মহান আল্লাহ তাকে তন্দ্রায় নিমজ্জিত করলেন এবং তারই আকৃতিতে হযরত হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করে স্বপ্নেই তাকে দেখালেন। আর এটাই হলো সৃষ্ট জগতের প্রথম স্বপ্ন, যা আদম আ.-কে দেখানো হয়েছিল।

হযরত আদম আ. তন্দ্রা হতে জাগ্রত হয়ে হযরত হাওয়া আ.-কে শিয়রে বসা দেখতে পেলেন। মহান আল্লাহ আদমকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! তোমার শিয়রে বসা মহিলাটি কে? হযরত আদম আ. বললেন, হে আল্লাহ! এটা ওই স্বপ্নেরই বাস্তব রূপায়ন, যা আপনি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিয়েছেন।

স্বপ্নতত্ত্ব এমন একটি ইলম—যা সৃষ্টির শুরু হতেই নবী রসূলগণ লাভ করেছেন এবং তার প্রত্যাদেশের ওপর আমল করেছেন। এমনকি তাদের নিকট স্বপ্নতত্ত্বও আল্লাহর কাছ থেকে ওহী হিসেবে গণ্য হতো।

স্বপ্নের উদ্দেশ্য : মানুষ ইহ-পরকালের ভালো-মন্দ যা কিছু পাবে, সে সম্পর্কে অভিহিত করা এবং যেসব সৎকাজ করেছে বা ভবিষ্যতে করবে, তার সুসংবাদ বা পূর্বাভাস দেওয়া। আর যেসব খারাপ কাজ করেছে বা করার ইচ্ছা রাখে, সে সম্পর্কে সাবধান করা এবং আগাম সতর্ক করা। কেউ কোনো ভয়-ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখলে, তা যথা সময়েই ফলবে কিন্তু বান্দার লাভ হলো, আগাম সংকেতের কারণে সে কোনো ধরনের চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না। আর যদি কেউ কোনো ভালো স্বপ্ন দেখে থাকে, তা হলে তা যথাসময়েই ফলবে কিন্তু বান্দার লাভ হলো, সে আগাম সংকেতের কারণে প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকবে।

স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে কে বেশি অভিজ্ঞ : পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ. এবং সর্বশেষ নবী হুযুর সানাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। নবীগণের পর সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। সমস্ত উম্মতের মধ্যে স্বপ্নের তাবীর বা রহস্য উদ্ঘাটনে ইমাম ইবনে সীরীনের তুলনা স্বয়ং ইমাম ইবনে সীরীন নিজেই। এতদ্বিষয়ে মহান আল্লাহ তাকে বিশেষ পারদর্শিতা এবং বুৎপত্তি দান করেছিলেন,

যা সর্বজন স্বীকৃত।

ইহা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ বা দান, যাকে তিনি চান, তাকে দান করেন। এমনকি স্বপ্নের তাবীর বা ব্যাখ্যা তার ফিতরাত বা স্বভাবধর্মে পরিণত হয়েছিল এবং সমস্ত উম্মত তাকে এতদ্বিষয়ে ইমাম এবং মুজতাহিদ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তার পরপরই হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব রহ.-এর স্থান, যিনি এ বিষয়ে তার সমান-সমান বা কাছাকাছি ছিলেন।

স্বপ্ন বাস্তবায়নের সময় ও কাল : শেষ রাত্রের স্বপ্ন তাড়াতাড়ি ফলে। সুবহে সাদিকের পরবর্তী সময়ের স্বপ্ন এবং দিনের স্বপ্ন এক মাস বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই ফলে থাকে। ইমাম ইবনে সীরীন রহ. বলেন, রাত্রের প্রথম ভাগের স্বপ্নের ফলাফলের জন্য বিশ বৎসর বা তার চেয়ে কম সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। মধ্য রাত্রের স্বপ্নের ফলাফল দশ বৎসর বা তার চেয়ে কম সময়ে ফলে থাকে।

স্বপ্নের আদাব : শায়খ আবু সা'দ বলেন, স্বপ্ন সঠিক ও সত্যে পরিণত হওয়ার জন্য কিছু আদাব বা উত্তম গুণাবলীর প্রতি লক্ষ রাখা দরকার।

সত্য কথা বলার অভ্যাস করতে হবে, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, "তোমাদের মধ্যে তার স্বপ্নই বেশি সত্য হবে, যার কথা বেশি সত্য হবে।" যথাসাধ্য স্বভাবধর্ম পালন করার চেষ্টা করবে। পবিত্র এবং অজু অবস্থায় শয়ন করবে। ডান কাতে শয়ন করবে। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক কাজেই ডান দিক পছন্দ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান কাঁতে শয়ন করে ডান হাত ডান গালের নিচে রেখে এই দুআ পড়তেন–

اللّٰهُمَّ قنى عذابك يوم تبعث عبادك

"হে আল্লাহ আপনার শাস্তি হতে আমাকে রক্ষা করুন, যেদিন আপনার বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন।"

* উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাযি. শোয়ার সময় এই দুআ পড়তেন "হে আল্লাহ আপনার নিকট ভালো ও সত্য স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা রাখি, যা মিথ্যা হবে না, উপকারী হবে। যা ক্ষতিকর হবে না। স্মরণ থাকবে, যা ভুলে যাবে না।

কিছু বর্ণনায় এসেছে : শয়নকারীর জন্য এই দুআ পড়া সুন্নাত–

اللّٰهُمَّ انى اعوذبك من الاحتلام و سؤ الاحلام وان يتلاعب بى الشيطان فى اليقظة و المنام.

"হে আল্লাহ! খারাপ স্বপ্ন এবং স্বপ্নদোষ হতে বাঁচার জন্য আপনার আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করি। শয়তান যেন ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় আমাকে নিয়ে খেলা করতে না পারে, তা হতেও আপনার সাহায্য চাই।"

স্বপ্ন দর্শকের আদব : শায়খ আবু সা'দ বলেন, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা উভয়ের কিছু আদব রয়েছে, নিম্নে স্বপ্নদ্রষ্টার কিছু আদবের বর্ণনা দেওয়া হলো।

হিংসুক বা পরশ্রীকাতর লোকের কাছে কখনও সে তার স্বপ্ন বর্ণনা করবে না। কেননা হযরত ইয়াকুব আ. স্বীয় ছেলে হযরত ইউসুফ আ.-কে তার ভাইদের নিকট স্বপ্ন বলতে নিষেধ করেছিলেন। মূর্খ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করবে না। স্বপ্নে কোনো মিথ্যা মিলাবে না। স্বপ্ন যেমন একা একা দেখেছে, ঠিক তেমন একা একা স্বপ্নবিশারদকে বলবে, লোক সম্মুখে বলবে না। কোনো বাচ্চা বা মহিলার কাছে স্বপ্ন বলবে না।

দিন, মাস বা বছরের শুরুতে স্বপ্ন বলা উত্তম, কিন্তু শেষের দিকে বলবে না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য দিনের শুরু ভাগ বরকতময় হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করেছেন। স্বপ্নদ্রষ্টার উচিত চিন্তা-ভাবনা করে স্বপ্ন বলা এবং যা কিছু দেখেনি, তা না বলা, নতুবা স্বপ্নই বিফল হবে এবং আল্লাহর নিকট অপরাধী বলে গণ্য হবে। স্বপ্নে যে মিথ্যা বলবে, সে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপকারী বলে গণ্য হবে।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার সাহায্যার্থে প্রয়োজনে স্বপ্নদ্রষ্টার হাল-অবস্থা, তার স্বভাব, পেশা, বংশ, জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং জীবিকা অর্জনের উৎস সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। স্বপ্নে যদি ভালো-মন্দ উভয় দিক থাকে, তা হলে নেক ও সৎ লোককে স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা দেবে, আর খারাপ ও অসৎ লোককে খারাপ ব্যাখ্যা দেবে।

স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য তার কাজকর্মে এখলাস বা সততা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার এবং চাল-চলনের সংশোধন করা জরুরী, যাতে সে স্বপ্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে বিচক্ষণতা ও অন্তদৃষ্টি লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতার জন্য আরবী শব্দের মৌলিক অর্থ এবং আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বিভিন্ন পদের শব্দগুলোর আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা, পবিত্র কোরআনের শব্দগত ও নিগূঢ় তত্ত্বগত অর্থ সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ করা, কোরআনের উপমাসমূহের প্রয়োগ, আম্বিয়া ও মনীষীদের উদাহরণসমূহের ওপর বিশেষ বুৎপত্তি থাকা, প্রচলিত সাধারণ উপমা ও কাব্যিক অর্থ সম্পর্কে পারদর্শিতা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন।

স্বপ্নবিশারদের জন্য অবশ্যই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হওয়া, কাজে-কর্মে সত্যবাদী হওয়া এবং আমানতদার হিসেবে খ্যাত হওয়া আবশ্যক। যাতে কেউ যেন তার প্রতি অনাস্থার কারণে স্বপ্নের তাবীর গ্রহণ করতে অস্বীকার করে না বসে।

স্বপ্নবিশারদের জন্য ইলমুত তাবীরের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। মানুষের মান-মর্যাদা, বংশ ও শ্রেণী গোত্রের প্রতি লক্ষ রেখে প্রত্যেকের স্বপ্নের ফলাফলকে পৃথকভাবে যাচাই বাছাই করার যোগ্যতাও রাখতে হবে। যাতে স্বপ্নের ফলাফলের ব্যাপারে সবাইকে এক পাল্লায় মেপে না বসে। স্বপ্নবিশারদের জন্য কোরআন, তাফসীর এবং হাদীস শাস্ত্রের অনুসরণ করতে হবে এবং পূর্বেকার আলেমগণ হতে এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত আছে, তার অনুসরণ করতে হবে।

স্বপ্নবিশারদের উচিত, গভীর মনোযোগসহ স্বপ্ন শোনা, দোষণীয় কোনো কিছু দেখা দিলে তা গোপন করা এবং লোকালয়ে প্রকাশ না করা। মানুষের তারতম্য ভেদে ভদ্র-অভদ্র, উচু-নীচু, আলেম-জাহেলের মধ্যে পার্থক্য করা এবং স্বপ্নের উত্তর দিতে দ্রুততার আশ্রয় না নেওয়া।

ইমাম ইবনে সীরীন রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রত্যেক জাতি, গোত্র, সমাজ ও দেশে যুগে যুগে বহু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আবির্ভূত হন সমাজ ও উম্মাহর অভিভাবক ও দিকনির্দেশক হিসেবে; দাওয়াতী চিন্তা-চেতনা বিকাশের কর্ণধার, ঐক্য ও ভারসাম্যের প্রতীক, ইলম ও ঈমানের ভিত্তি সুদৃঢ় করার চিন্তানায়ক হিসেবে। আপন পরিশ্রম, শক্তি ও চিন্তার আলোকে অর্জিত শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি থেকে সুন্দর প্রজন্ম ও দীনদার সমাজ গঠনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে তাবেয়ীদের মধ্যে যে ক'জন মুসলিম মনীষী আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করে ইলমী কীর্তি ও ইসলামী শিক্ষায় অধিক অবদান রেখে গেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. এসব তাবেয়ীর অন্যতম।

বহু গুণে গুণান্বিত, বহু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ মহান তাবেয়ী অন্তর থেকে আত্মপ্রতারণা ও মোহ পরিত্যাগ করেছিলেন। কল্যাণ ও তাকওয়ার কোলে যিনি প্রতিপালিত। এমন ব্যক্তি যাঁর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হতো তাসবীহ-তাহলীল। যিনি নীরব থাকতেন ইবাদত ও মাবুদের ধ্যানে। যিনি দুনিয়াকে আলোকিত করেছিলেন আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মোহে।

নাম : মুহাম্মাদ। উপনাম : আবু বকর। আসুন, আমরা এই মহামনীষীর পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা নিই।

তাঁর পিতা সীরীন ছিলেন ইরাকের 'জারজারায়া'র অধিবাসী,[২৩] তামা-পিতলের একজন দক্ষ কারিগর। হাড়ি-পাতিল তৈরির পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আইনুত তামার-এ তাঁর দোকান ছিল। আইনুত তামার-এর যুদ্ধে আরও অনেক অনারবের সঙ্গে সীরীনও মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং ভাগের সময় কোনো এক মুজাহিদের অংশে পড়েন। পরে তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি.-এর দাসে পরিণত হন। অনেকে ধারণা করেছেন, তিনি ভাগের সময় আনাস রাযি.-এর অংশে পড়েন অথবা আনাস রাযি. পরে অন্য কোনো মুজাহিদের কাছ থেকে তাঁকে কিনে নেন।[২৪] আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, মুহাম্মাদ-এর পিতা আইনুত-তামার বন্দীদের একজন ছিলেন। খালিদ ইবনুল

২৩. তাযকিরাতুল হুফফায : ১৭৯
২৪. সিয়ারুস সাহাবাহ, মুঈনুদ্দীন নদভী : ৭/৩৪৭

ওয়ালীদ রাযি. অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তাঁকেও বন্দী করেছিলেন। কিন্তু আনাস রাযি. তাঁকে কিনে মুকাতাবের নিয়মে মুক্ত করে দেন।[২৫] তিনি আনাস রাযি. এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে খাল্লিকানের ভাষ্য মতো, আনাস রাযি.-কে তিনি ২০ অথবা ৪০ হাজার দিরহাম দেন এবং বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন।[২৬]

সীরীন দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর তামা-পিতল শিল্পের কাজে আরও মনোযোগী হন। আয়-রোজগার আরও বেড়ে যায়। অল্প দিনের মধ্যে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে যান। এবার তিনি দীনের বাকি অংশ পূরণ করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর সাফিয়্যা নামীয় এক দাসী ছিল। সাফিয়্যা ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতি, চালাক ও নানা গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও মার্জিত ভদ্র আচরণ তাঁকে মদীনার সব শ্রেণির মহিলার প্রিয়পাত্রী করে তোলে। মদীনার যে মহিলাই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতো, তাকে ভালোবাসতো। সেই সময় পর্যন্ত জীবিত উম্মাহাতুল মুমিনীন তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেগমগণ, বিশেষত উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর অতি আদরের পাত্রী ছিলেন। সীরীন তাঁর জীবন-সঙ্গীনী হিসেবে এই সাফিয়্যাকে নির্বাচন করেন। সীরীনের পক্ষ থেকে হযরত আবু বকরের রাযি. পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব গেল। সাফিয়্যা এ পরিবারের দাসী হলেও তাকে তারা মেয়ের মতো করে মানুষ করেছেন।[২৭] আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. সীরীন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালালেন ও তার আচার আচরণ সম্পর্কে খোঁজ করতে লাগলেন। সীরীন সম্পর্কে তিনি যাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন আনাস ইবনে মালিক রাযি. ছিলেন তাদের শীর্ষে। আনাস ইবনে মালিক রাযি. হযরত সিদ্দীকে আকবরকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! সাফিয়্যাকে সীরীনের কাছে বিয়ে দিয়ে দিন। এ ব্যাপারে আপনি শঙ্কিত হবেন না। কারণ, সীরীন সম্পর্কে আমি সঠিক দীনদারী, উন্নত চরিত্র এবং সৎকাজের প্রতি অনুরাগী ছাড়া আর কিছুই জানি না।

আইনুত তামারের যুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. কর্তৃক চল্লিশজন কৃতদাসের সঙ্গে বন্দী হয়ে আসার পর আমার সঙ্গেই তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মদীনায় আসার পর সীরীন আমার অংশে রয়ে যায়। আর আমিও তার কাছে প্রিয় হয়ে যাই। আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. সীরীনের

২৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৪২৮।
২৬. ওয়াফায়াতুল আয়ান, ইবনে খাল্লিকান : ৪/৪৫৩।
২৭. একীস জলীলুল কদর তাবেয়ীনে কেরাম, মুহাম্মাদ আবদুর রহমান মাযাহেরী : ২০৭; তাবেয়ীদের জীবনকথা খ. ১।

সঙ্গে তাঁর বাঁদী সাফীয়্যাকে বিয়ে দিতে সম্মত হলেন এবং ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। যেমন কোনো পিতা তার আদরের কন্যার জন্য করে থাকেন। তাই এ বিয়ে উপলক্ষ্যে আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন তা মদীনার খুব কমসংখ্যক যুবতীর ক্ষেত্রেই হয়েছে।

সাফিয়্যার বিয়ের অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, যাদের মাঝে ১৮ জন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীও ছিলেন।

সাফিয়্যার জন্য দুআ করছিলেন কাতিবে ওহী মহান সাহাবী উবাই ইবনে কাআব রাযি., অন্যান্যরা তার সঙ্গে সঙ্গে আমীন বলছিলেন। সাফিয়্যাকে স্বামীর ঘরে তুলে দেয়ার সময় তিনজন উম্মুল মুমিনীন তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন।[২৮] এই পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্কের ফসলস্বরূপ পিতামাতাকে বেশ ক'টি সচ্চরিত্র সন্তান দান করা হয়। তারা হলেন : মুহাম্মাদ, আনাস, মা'বাদ, ইয়াহ্ইয়া, হাফসা ও কারীমা। তারা সবাই নির্ভরযোগ্য মহান তাবেয়ী।[২৯] মহান আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন।

হিজরী ৩৩ সন। এ বছরই মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন জন্মগ্রহণ করেন।[৩০] তাকওয়া, পরহেজগারীর সুবাসে সুশোভিত একটি গৃহে লালিত-পালিত হয়ে যখন মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন কৈশোরে পা দিলেন তখন বিচক্ষণ, মেধাবী এই বালকটি অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন দ্বারা মসজিদে নববী তরঙ্গায়িত পেলেন। ইলমের জন্য তিনি তাদের পেছনে এমনভাবে ছুটোছুটি করতে লাগলেন যেমন প্রচণ্ড তৃষ্ণায় কাতর কোনও পিপাসিত ব্যক্তি মিষ্টি পানির সন্ধানে ছুটোছুটি করে। তাঁদের কাছ থেকে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে ও আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ বর্ণনা করতে লাগলেন, যা তার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করল এবং আত্মশুদ্ধি ও সঠিক পথের দিশা লাভের সহায়ক হলো।

পরবর্তী সময়ে এই পরিবারটি তাদের একমাত্র শিশু সন্তানকে নিয়ে বসরা চলে আসেন এবং এখানেই থেকে যান। বসরা নগরী তখন সবেমাত্র শহর হিসেবে গড়ে উঠছিল। কারণ, ফারুকী খেলাফতের শেষের দিকে মুসলমানরা সেখানে বসতি গড়তে আরম্ভ করে এবং ইসলামের বিশেষ ব্যক্তিরা সে সময় প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন।

২৮. সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবেয়ীন : ২/৪৪।
২৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৪২৮।
৩০. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪০; সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবেয়ীন : ১২৬।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি.-এর ব্যক্তিত্বটি এমনই ছিল যে, যে কেউ তার কাছে সামান্য কিছু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেয়েছে সে ইলম ও আমলের একজন বড় উত্তরাধিকারী হয়ে গেছে। ইবনে সীরীনের সৌভাগ্য যে, এই মহান সাহাবীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ দিন থাকার সুযোগ লাভ করেন।[৩১]

আনাস ইবনে মালিক রাযি. ছাড়াও তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. সোহবতের সুযোগও বেশিমাত্রায় গ্রহণ করেন। তাঁকে আবু হুরায়রা রাযি. শিষ্য-শাগরিদদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি তাবেয়ী শিরোমণি হযরত হাসান বসরী রহ.-এর সাহচর্যেও দীর্ঘদিন কাটান।[৩২] এসব মহান ব্যক্তির সাহচর্যের কল্যাণে তিনি ইলম ও আমলের এক বাস্তব প্রতিকৃতিতে পরিণত হন।

মোটকথা, ইবনে সীরীন রহ. ছিলেন হযরত আনাস রাযি.-এর কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর বিশেষ শাগরিদ এবং হযরত হাসান বসরী রহ.-এর মজলিসে বসা মানুষ। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ইলমে হাদীসের এক একজন দিকপাল।

তাছাড়া আরও বহু সাহাবীর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তাদের কয়েকজন হলেন : যায়িদ ইবনে সাবিত রাযি., হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হাসান ইবনে আলী রাযি., জুনদুব ইবনে আবদিল্লাহ রাযি., রাফি' ইবনে খাদীজ রাযি., সুলাইমান ইবনে আমির রাযি., সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি., উসমান ইবনে আবিল আস রাযি., ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি., কাআব ইবনে উজরাহ্ রাযি., মুআবিয়া রাযি., আবু দারদা রাযি., আবু সাঈদ খুদরী রাযি., আবু কাতাদা আনসারী রাযি., আবু বকর সাকাফী রাযি., উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. প্রমুখ।[৩৩]

ইবনে সীরীনের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল ইবাদত। তিনি বড় কঠিন ইবাদত করতেন। ইবনুল ইমাদ হাম্বলী রহ. লিখেছেন, তিনি ইলম ও ইবাদত উভয় ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন।[৩৪]

প্রতি রাতে সাত পারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন। যদি কোনো রাতে কিছু পড়তে বাকি থেকে যেত তা হলে তা দিনে পড়ে নিতেন। একাকী থাকার সময় তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। ঘুমানোর পূর্বে নিজের অন্তরকে আল্লাহর যিকর-

৩১. তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৭৯।
৩২. তাহযীবুত তাহযীব : ৯/২১৫; ওয়াফায়াতুল আয়ান : ১/৪৫১।
৩৩. তাহযীবুত তাহযীব : ৯/২১৪; তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৭৮।
৩৪. শাযারাতুয যাহাব : ১/১৩৯।

এর দিকে ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে সারাটি রাত যেন তাঁর ইবাদতে কাটত। হিশাম বলেন, মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন, রাত্রি জাগরণ করা কর্তব্য। যদিও বকরীর দুধ (দোহন সময়) পরিমাণ হয়।[৩৫]

ইবনে সীরীনের বাড়ির সীমানার মধ্যে একটি মসজিদ ছিল। সেখানে শিশুদেরও যাওয়ার অনুমতি ছিল না। একদিন পরপর রোযা রাখতেন। আর এ ব্যাপারে এতো কঠোরতা অবলম্বন করতেন যে, রোযার দিনটি ইয়াওমুশ শাক বা সন্দেহের দিন হলেও রোযা ছাড়তেন না।

ইবনে শাওযাব বলেন, 'ইবনে সীরীন রহ. এক দিন সাওম রাখতেন আরেক দিন রাখতেন না। যেদিন তিনি সাওম রাখতেন না, সেদিন শুধু সকালে খেতেন; সন্ধ্যায় খেতেন না। তারপর সাহরী খেয়ে (পরের দিন) সকালে সাওম রাখতেন।'[৩৬]

ছোটখাট ইবাদাতের ক্ষেত্রেও তাঁর আচরণ ছিল একটু বেশি। অযু করার সময় পায়ের গোছা পর্যন্ত ধুতেন। যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এতো গুরুত্ব দিতেন যে, যাকাতের অর্থ বণ্টন না করে ঈদের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন না। ইবনে আওন রহ. বর্ণনা করেছেন, আমাদের এমন কখনও হয়নি যে, আমরা ঈদের দিন ইবনে সীরীনের বাড়ি গিয়েছি, আর তিনি আমাদেরকে খুবাইস (এক প্রকার খাবার) অথবা ফালুদা খাওয়াননি। তিনি যাকাত আদায় ব্যতীত ঈদের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন না। প্রথমে যাকাতের অর্থ পৃথক করে মহল্লার জামে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর ঈদের নামাযের উদ্দেশে বের হতেন।[৩৭]

ইবনে সীরীনের জাত বা সত্তাটি ছিল ইলম ও আমলের সন্ধিস্থল। তাঁর মধ্যে যে পরিমাণ ইলম ছিল, ঠিক সেই পরিমাণ আমলও ছিল। তিনি তাঁর যুগের একজন বড় আবিদ ও খোদাভীরু বুযুর্গ ছিলেন। ইবনে সা'দ লিখেছেন, তিনি বহু জ্ঞানের ভাণ্ডার ও খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন।[৩৮]

ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. খোদাভীরুদের নেতা ছিলেন। খতীব বাগদাদী রহ. বলেছেন, তিনি ছিলেন খোদাভীরু ফকীহদের একজন।[৩৯] আল-ইজলী রহ, বলেছেন, আমি কাউকে খোদাভীরুতায়

৩৫. আয-যুহদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল : ২৪৮।
৩৬. আয-যুহদ : ২৪৯; তাবেয়ীদের চোখে দুনিয়া : ভাষ্য নং ৫৫৮।
৩৭. তাবাকাতে ইবনে সা'দ :৭/১৪৫,১৪৬,১৪৮।
৩৮. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪০।
৩৯. তাহযীবুবল আসমা : ১/৮৩।

তার চেয়ে বড় ফকীহ এবং ফিকহে তাঁর চেয়ে বড় খোদাভীরু দেখিনি। ইবনে সীরীন বলতেন, খোদাভীরুতা খুবই সহজ জিনিস। একব্যক্তি একবার প্রশ্ন করলো, সেটা কেমন করে? বললেন, যে জিনিসে সন্দেহ হবে তা পরিহার করবে।[৪০]

একদিন এক যুবক ইবনে সীরীনের ঘরে বসে আছে। এক সময় সে ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে, জনাব! এই যে একটি ইট আরেকটি ইটের চেয়ে উঁচু, এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন? ইবনে সীরীন রহ. বললেন, ভাতিজা! বেশি দেখা বেশি কথার জন্ম দেয়। ইবনে সীরীনের তাকওয়া-খোদাভীতি সেকালে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। লোকেরা দৃষ্টান্ত হিসেবে তা উল্লেখ করতো। যেমন একজন কবি বলেছেন–

فأنت بالليل ذئب لاحريم له ❁ وبالنهار على سمت ابن سيرين

রাতের বেলা তুমি একজন নেকড়ে, যার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। আর দিনের বেলা ইবনে সীরীনের মতো খোদাভীরু।[৪১]

তিনি আল্লাহর নিদর্শন ও প্রতীকসমূহের খুব সম্মান করতেন। কুরআন তেলাওয়াতের মাঝখানে কথা বলা মোটেই পছন্দ করতেন না। নিজের কাপড় দিয়ে মসজিদ সাফ করতেন। আল্লাহর আদেশ তো তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন, আর নিষেধ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ছিলেন আরও কঠোর। সন্দেহযুক্ত বিষয়ও এতো পরিমাণ পরিহার করে চলতেন যে, তার জন্য বড় রকমের আর্থিক ক্ষতিও মেনে নিতেন। তাঁর ছেলে বাক্কার ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তার পিতা একখণ্ড ভূমি কিনেন এবং তার খাজনা আদায় করেন। সেই ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর ছিল। কিছু লোক আঙ্গুরের রস বের করতে চাইল। ইবনে সীরীন তাদের নিষেধ করলেন এবং তা এমনি বিক্রি করতে বললেন। লোকেরা বলল, এ আঙ্গুর এভাবে বিক্রি করা যায় না। তিনি বললেন, তা হলে শুকিয়ে মুনাক্কা বানিয়ে বিক্রি কর। লোকেরা বলল, এ জাতীয় আঙ্গুরের মুনাক্কা হয় না। তিনি বললেন, যখন কোনোভাবে বিক্রি করা যায় না তখন রস বানানোর চেয়ে (যা মদ হয়ে যায়) এগুলো নষ্ট করে ফেলাই ভালো। এরপর তিনি সব আঙ্গুর পানিতে ফেলে দেন।[৪২] তাঁর এ তাকওয়া ও খোদাভীতি পবিত্রতা ও উচ্চ মন-মানসিকতারই তো প্রমাণ।

তিনি দিনের মধ্যখানে বাজারে গিয়ে তাকবীর বলতেন, তাসবীহ পাঠ করতেন

৪০. শাযারাতুয যাহাব : ১/১৩৯।
৪১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন : ১/১৯২।
৪২. তাবাকাতে ইবনে সা'দ :৭/১৪৪, ১৪৭।

এবং মহান আল্লাহর যিকির করতেন। কারণ এ সময়টা হলো মানুষের আলস্যের সময়। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ যখন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তখন তার অন্তর থেকে একজন উপদেশদাতা ঠিক করে দেন, যে তাকে আদেশ-নিষেধ করে থাকে। তিনি আরও বলেছেন, নিজ ভাইয়ের জানা দোষগুলো বর্ণনা করা এবং ভালো চরিত্র গোপন রাখা তার প্রতি এক রকম জুলুম।[৪৩] তিনি আরও বলেন, নির্জনবাস এক ধরনের ইবাদত। তিনি যখন মৃত্যুকে স্মরণ করতেন, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ যেন তার থেকে আলাদা হয়ে মরে যেত।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন-এর নিয়ম ছিল, যখন কেউ তার কাছে কারও কোনো দোষের কথা উল্লেখ করত, তিনি ওই ব্যক্তির যে গুণের কথা জানতেন, তা উল্লেখ করতেন।[৪৪] খালফ ইবনে হিশাম বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে হেদায়াত, আদর্শ ও বিনয় দান করা হয়েছে। তাঁকে দেখে মানুষ মহান আল্লাহকে স্মরণ করত।

ইউনুস রহ. বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.-এর সমীপে দুটি বিষয় পেশ করা হলে তিনি যেটি দীনের ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য তা গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, শোন, পাপের কারণে আমি কষ্টে নিপতিত হয়েছি আমি তা জানি। আমি একদিন এক ব্যক্তিকে বলেছিলাম, হে মুফলিস (ফকীর)! লোকটি আবু সুলায়মান দারানীর কাছে নালিশ করে। তিনি বলেন, পূর্বেকার লোকদের পাপ কম ছিল। তারা জানত, তারা কোথা থেকে এসেছে। আর আমাদের মতো মানুষদের পাপ বেশি। তাই আমরা জানি না, আমাদেরকে কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং কোন পাপের জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।[৪৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তার রং পরিবর্তন এবং অবস্থা বেগতিক হয়ে যেত। যেন এই লোক সেই লোক নন। যখন তাকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তিনি বলতেন, জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে ভয় কর আর স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।[৪৬]

হাসান রহ. যখন কোনো ওয়ালীমার দাওয়াত পেতেন, আগে নিজ ঘরে প্রবেশ করে বলতেন, আমাকে ছাতুর পানি দাও। তিনি ছাতুর পানি পান করতেন এবং বলতেন, আমি ক্ষুধা নিয়ে তাদের খাঞ্চা ও খাবারের কাছে যাওয়া অপছন্দ করি।[৪৭]

৪৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/৪৩৯।
৪৪. প্রাগুক্ত : ৯/৪৩৮।
৪৫. প্রাগুক্ত : ৯/৪৩৮।
৪৬. প্রাগুক্ত : ৯/৪৩৯।
৪৭. প্রাগুক্ত : ৯/৪৩৯।

শাব্দিকভাবে চরিত্র মাধুর্য, পারস্পরিক সম্পর্কের স্বচ্ছতা ও লেনদেন খুবই সাদামাটা ও সংক্ষিপ্ত একটি বিষয়—যা আমরা অতি সহজে অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু বাস্তব জীবনে মানুষ যখন এ জাতীয় গুণাবলী ধারণ করতে সচেষ্ট হয় তখনই এর দুর্বিষহ ও কষ্টসাধ্য রূপটি ধরা পড়ে। লেনদেন ও আচরণের সঠিক অনুশীলন এমন একটি বিষয় বস্তুত পক্ষেই যার কোনো আক্ষরিক গাইড নেই—যা দ্বারা এসব গুণাবলী অর্জনে মানুষ চূড়ান্ত সহায়তা পেতে পারে। চিন্তা ও দর্শনের মোহময় বুলিসর্বস্বতা এখানে নিতান্ত নিষ্ফল। এর একমাত্র উপায় হলো—মানুষ তার জীবনের দীর্ঘ একটি সময় কাটিয়ে দেবে সুন্নাতের ফরমাবরদার এবং আধ্যাত্মিক প্রাচুর্যপূর্ণ একজন খাঁটি আল্লাহ্ওয়ালার সান্নিধ্যে।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বসরায় তাঁর নতুন জীবনকে সমান দুটি পদ্ধতিতে পরিচালিত করতেন। দিনের একটি অংশ ইলম ও ইবাদতের জন্য রেখেছিলেন। আরেকটি অংশ ব্যবসা ও উপার্জনের জন্য রেখেছিলেন। ভোরের আলোয় পৃথিবী উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার কাজে বসরার মসজিদে চলে যেতেন। অতঃপর মধ্যাহ্নে ব্যবসার কাজে মসজিদ থেকে বাজারে চলে আসতেন।[৪৮]

ব্যবসা-বাণিজ্য এমন এক পেশা—যাতে হারাম-হালালের ব্যাপারে বেশি সতর্কতা অবলম্বন অনেক সময় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন করে তোলে। ইবনে সীরীন রহ. জীবিকার জন্য পেশা হিসেবে ব্যবসাকে বেছে নেন। জীবনের প্রথম পর্বে জ্ঞান অর্জন শেষ করে দ্বিতীয় পর্ব যখন শুরু করেন তখন প্রত্যেকটি দিনকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেন। এক ভাগ জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিতরণ ও ইবাদত, আর এক ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জীবিকা অর্জন। সকালে তিনি বসরার জামে মসজিদে চলে যেতেন। ফজরের নামায আদায়ের পর দুপুরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেখানে নিজে শিখতেন ও অন্যদের শেখাতেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বেচাকেনার জন্য বাজারে চলে যেতেন। আর রাতের আঁধারে বিশ্বচরাচর যখন ঢেকে যেত তিনি তখন নিজের ইবাদতখানায় ঢুকে যেতেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কুরআনের নির্ধারিত অংশ পাঠে নিমগ্ন হতেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে সারা রাত অস্থিরভাবে কাঁদতেন। তাঁর এ কান্না শুনে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের তাঁর প্রতি দয়া হতো এবং তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে যেত। বেচাকেনার উদ্দেশ্যে তিনি যখন বাজারে ঘুরতেন তখন মানুষকে উপদেশ দিতে ভুলতেন না। অন্যদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। কিসে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাও বলে দিতেন। ছোট-খাট ঝগড়া-বিবাদও ফায়সালা করতেন।[৪৯]

৪৮. সুওয়ারুম মিন হায়াতিত তাবেয়ীন।
৪৯. সুওয়ারুম মিন হায়াতিত তাবেয়ীন : ১২৮।

তিনি জীবিকার জন্য ব্যবসাকে বেছে নেন এবং হালাল-হারামের ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধানতার কারণে মাঝেমধ্যে বিরাট ক্ষতির মধ্যে পড়েন। কিন্তু তিনি হাসিমুখে তা মেনে নেন। তবুও সন্দেহযুক্ত জিনিস স্পর্শ করেননি। একবার তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু পণ্য কিনেন। সেই পণ্য বিক্রি করে ৮০ হাজার দিরহাম লাভ হয়। কিন্তু কোনো কারণে তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, এই বেচাকেনায় সুদের মিশ্রণ ঘটলো কি না। মূলত এই বেচাকেনায় কোনোভাবেই সুদের মিশ্রণ ঘটেনি। তা সত্ত্বেও তিনি কেবল সন্দেহের কারণে লাভের একটি দিরহামও গ্রহণ করেননি।[৫০]

কোনো কোনো সময় তো এই অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য কারাদণ্ডের শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে। তবুও তিনি সন্দেহযুক্ত অর্থ গ্রহণ করেননি। একবার তিনি ৪০ হাজার দিরহামের পণ্য কিনেন, পরে তিনি এই পণ্যের ব্যাপারে এমন কিছু কথা জানতে পারেন যা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। এ কারণে তিনি পণ্যের গোটা চালানটাই দান করে দেন। ফলে মহাজনকে মূল্য পরিশোধ করতে না পারায় তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।[৫১]

ঘটনাটি এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি বাকিতে ৪০ হাজার দিরহামের যয়তুন তেল কিনেন। একটি পিপা খোলার পরে তাতে একটি ইঁদুর গলিত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আপন মনে বললেন, সব তেল তো একই গুদামে এক স্থানে ছিল। এই অপবিত্র বস্তুটির নাপাক করা তেল তো অন্য পিপাতেও ভরা হতে পারে। আর আমি যদি এ নাপাক তেল বিক্রেতাকে ফেরত দিই তা হলে সে হয়তো আবার বাজারে বিক্রি করবে। তাই তিনি নিজের দীনদারীকে প্রাধান্য দেন। সব পিপার তেল মাটিতে ঢেলে নষ্ট করে ফেলেন। এ কাজ তার জন্য এক বিরাট আর্থিক ক্ষতি ছিল। মহাজন পণ্যের মূল্য অথবা পণ্য ফেরত চাইলো। কিন্তু তিনি পণ্যের মূল্য বাবদ এত অর্থ দেবেন কোথা থেকে! বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কাজীর আদালত পর্যন্ত গড়ালো। কাজী তাকে অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ দেন। দীর্ঘদিন যাবত কারাগারে বন্দী জীবনযাপন করেন।[৫২]

তিনি যে স্তরের আলেম ছিলেন তাতে সামান্য একটু চেষ্টা করলে কারাগারে না গিয়েও পারতেন। তিনি বিত্তশালী কোনো ব্যক্তির অথবা শাসকের দ্বারস্থ হতে পারতেন এবং তাদের দ্বারা নিজের এই ঋণের বোঝা হালকা করাতে পারতেন।

৫০. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪৫।
৫১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪৪।
৫২. তাহযীবুল আসমা : ১/৮৪; হিয়াতুল আওলিয়া : ২/২৬৯-২৭১।

কিন্তু তিনি নিজেকে ছোট না করে নিজের আদর্শের ওপর অটল থাকেন। তিনি যখন কোনো পণ্য বিক্রি করতেন তখন ক্রেতাকে তা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাতেন। ক্রেতা রাজি হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর মানুষকে সাক্ষী বানাতেন। তাঁর বেচাকেনার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সমকালীন এক ব্যক্তি মাইমূন ইবনে মিহরান। তিনি বলেছেন, আমি কিছু কাপড় কেনার জন্য কুফায় গেলাম। সেখানে ইবনে সীরীনের দোকানে পৌঁছলাম। যখন আমি কোনো কাপড় পছন্দ করতাম এবং দরদাম করে কেনার সিদ্ধান্ত নিতাম তখন তিনি আমাকে তিনবার জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কি এটা কিনতে রাজি হয়েছেন? আমি বলতাম : হ্যাঁ, রাজি। এতেও তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। বরং দু'জন মানুষকে ডেকে সাক্ষী বানাতেন। এসব পর্যায় অতিক্রম করার পর বলতেন, এখন পণ্য নিয়ে যান। তিনি হিজাযী দিরহামে কেনা-বেচা করতেন না। আমি তার এমন তাকওয়া ও সাবধানতা দেখে আমার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস সব সময় তার দোকান থেকেই কিনতাম। এমনকি কাপড় বাঁধার সামান্য জিনিসও তার কাছ থেকেই নিতাম।[৫৩]

সে যুগে পরিমাপের পাত্র ও বাটখারার পরিমাণে কমবেশি থাকতো। তাই তিনি যখন কারও কাছ থেকে কোনোকিছু ধার-কর্জ নিতেন তখন প্রচলিত পরিমাপ পাত্র ও বাটখারার পরিবর্তে অন্য কোনো জিনিস দিয়ে মেপে নিতেন। তারপর যে জিনিস দিয়ে মাপতেন সেটি সিলমোহর করে সংরক্ষণ করতেন। তারপর সেই জিনিস ফেরতদানের সময় সেই সিল করা নির্দিষ্ট জিনিস দিয়ে মেপে ফেরত দিতেন। আর বলতেন, ওজন কম-বেশি হয়ে থাকে।[৫৪]

ব্যবসায়িক লেনদেনের ধারাবাহিকতায় অধিকাংশ সময় তার হাতে জাল মুদ্রা এসে যেত। জাল মুদ্রায় যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। জাল মুদ্রা তার হাতে এলে তা অন্য কারো হাতে পৌঁছার সুযোগ দিতেন না। সবই নষ্ট করে ফেলতেন। ইবনে আওন রহ. বলেছেন, যখন ইবনে সীরীনের কাছে জাল মুদ্রা আসতো, তিনি তা দিয়ে কোনো কিছু কিনতেন না। তাই তার মৃত্যুর সময় দেখা গেল এ জাতীয় পাঁচশ অকেজো মুদ্রা তাঁর কাছে জমা হয়ে আছে।[৫৫]

তিনি মানুষকে হালাল উপার্জনের কথা বলতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য হালাল রুজি নির্ধারিত হয়ে আছে, তোমরা তাই তালাশ

৫৩. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪৬, ২০২।
৫৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪৭।
৫৫. আসরুত তাবেয়ীন : ১৫৫।

কর। তোমরা হারাম উপায়ে অর্জন করলেও যা তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে তার চেয়ে বেশি পাবে না।[৫৬]

ইবনে সা'দ, ইমাম যাহাবী, ইমাম নববী ও ইবনে হাজার রহ. তাঁকে 'ইমামুল হাদীস' বলে উল্লেখ করেছেন। এতো ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদীস শোনা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি সাধারণ স্তরের মানুষের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন ও হাদীস শোনা ও গ্রহণ করা এই সতর্কতা পরিপন্থী কাজ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞান হচ্ছে দীন। এ কারণে তা গ্রহণের পূর্বে ভালোভাবে জেনে নাও যে, তা কার কাছ থেকে গ্রহণ করছো।[৫৭]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এতো সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, তিনি যে শব্দ শায়খের কাছ থেকে শুনেছেন হুবহু সেই শব্দে বর্ণনা করতেন। শুধু ভাব ও অর্থ বর্ণনা যথেষ্ট মনে করতেন না। এতো সাবধানতার সঙ্গে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, মনে হতো কোনো জিনিস তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছেন। অথবা কোনো কিছুর ভয় করছেন। আর এই সাবধানতার কারণে তিনি হাদীস লেখাও পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, বই থেকে দূরে থাক। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বইয়ের কারণেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমি যদি কোনো জিনিসকে বই বানাতাম, তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রাবলীকে বানাতাম। তবে হাদীস মুখস্থ করার জন্য, এই শর্তে লেখা বৈধ মনে করতেন যে, মুখস্থ করার পরে আবার নষ্ট করে ফেলা হবে। বর্ণনা ও হাদীস লেখা প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা তিনি বলতেন—কথা বলছে এমন কোনো ব্যক্তি যদি জানে যে, জবাবদিহিতার জন্য কথা লেখা হচ্ছে, তা হলে সে কথা বলা কম করে দেবে।[৫৮] তার একথার অর্থ হলো, সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রে একজন কথা বলতে থাকা মানুষ যদি জবাবদিহিতার ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে, তা হলে হাদীসের লেখালেখির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, এর ভুল-ত্রুটিতে আরও বেশি ধর-পাকড় করা হবে। আর লেখালেখির ভুলত্রুটি চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর এই সাবধানতার কারণে হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে তিনি একজন অতি বড় সত্যবাদী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত। হিশাম ইবনে হাসসান বলতেন, আমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী ইবনে সীরীনকে পেয়েছি।[৫৯]

৫৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪৬।
৫৭. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪১।
৫৮. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪১।
৫৯. সিয়ারুত তাবেয়ীন : ৪৩৬।

হাদীসের অনেক বড় বড় ইমাম এ শাস্ত্রের উৎসাহী ছাত্রদের ইবনে সীরীনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে উপদেশ দিতেন। শুআইব ইবনে হাবহাব বলতেন, কাআবী আমাদেরকে ইবনে সীরীনের আঁচল ধরে থাকতে উপদেশ দিতেন।[৬০]

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর ছাত্র-শাগরিদের সংখ্যা বিপুল। ইমাম শাবী, সাবিত, খালিদ আল-খাদ্দাদ, দাউদ ইবনে আবী হিন্দ, ইবনে আওন, জারীর ইবনে হাযিম, আসিম আল আহওয়াল, কাতাদা, সুলাইমান আত-তাইমী, মালিক ইবনে দীনার, ইমাম আওযাঈ, কুররাহ ইবনে খালিদ, হিশাম ইবনে হাসসান, আবু হিলাল আর-রাসিবী প্রমুখ তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।[৬১]

ফিকাহশাস্ত্রেও তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। তিনি যে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহদের একজন ছিলেন এ ব্যাপারে সবাই একমত। ইবনে সা'দ, হাফেজ যাহাবী, ইমাম নববী, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. প্রমুখ পণ্ডিতরা ফিকাহ্‌শাস্ত্রে তিনি যে ইমাম ছিলেন এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, ইবনে সীরীন ছিলেন একজন ফকীহ, মর্যাদাবান হাফেজ ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব।[৬২]

ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর উৎকর্ষের ভিত্তিতে বিচার-ফায়সালায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। উসমান আল-বাত্তি বলেন, এ অঞ্চলে ইবনে সীরীনের চেয়ে বড় কোনও বিচার-ফায়সালার আলেম ছিলেন না।[৬৩]

বিচার-ফায়সালায় তাঁর দক্ষতার কারণে তাঁকে কাজীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। এই পদে তাঁকে জোর করে নিয়োগ দেওয়া হবে ভেবে ভয়ে শামে পালিয়ে যান। অনেক দিন পালিয়ে থাকার পর আবার মদীনায় ফিরে আসেন।[৬৪]

বিভিন্ন মাসআলার জবাব ও ফাতওয়া দানকালে তিনি অতিরিক্ত সাবধানতা অথবা ভয়ের কারণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন। তখন তাঁর অবস্থা একেবারে পাল্টে যেতো। আশআস বলেছেন, আমরা যখন ইবনে সীরীনের কাছে বসতাম, তিনি কথাও বলতেন, হাসতেনও, কুশলও জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু যেই না তাঁর কাছে ফিকাহর কোনো মাসআলা, অথবা হারাম-হালাল বিষয়ক কোনো কথা জানতে চাওয়া হতো অমনি তার রূপ পাল্টে যেত। আর এটা বোঝাই যেত না যে, একটু আগে এই ব্যক্তি হাসিমুখে কথা বলছিলেন। ইবনে আওন রহ. বলেছেন, একবার আমি একটি মাসআলায় ইবনে সীরীনের শরণাপন্ন হলাম। জবাবে তিনি বললেন,

৬০. তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৭৮।
৬১. তাহযীবুত তাহযীব : ৯/২১৪।
৬২. তাহযীবুত তাহযীব : ৯/২১৬।
৬৩. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪৩।
৬৪. শাযারাতুয যাহাব : ১/১৩৯।

আমি একথা বলছি যে, এতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং আমি এতে কোনো অসুবিধে বুঝতে পারছি না।[৬৫]

তাঁর যুগের অনেক বড় বড় আলেম ও বিশেষজ্ঞ তাঁকেই তাদের সময়ের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী মনে করতেন। ইবনে আওন বলতেন, গোটা পৃথিবীতে তিন ব্যক্তির জুড়ি মেলা কষ্টসাধ্য। ইরাকে ইবনে সীরীনের, হিজাযে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের এবং শামে রাজা ইবনে হায়ওয়ার। আর এই তিনজনের মধ্যে ইবনে সীরীন ছিলেন বসরার সবচেয়ে বড় খোদাভীরু ফকীহ, জ্ঞানী, দক্ষ হাফেজ এবং স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যাকার।[৬৬]

ইবনে আওন আরও বলতেন, আমার দু'চোখ ইবনে সীরীন, আল কাসিম ও রাজা' ইবনে হায়ওয়ার সমকক্ষ কাউকে দেখেনি।[৬৭]

স্বপ্নের তাবীর ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.-কে প্রায় অদ্বিতীয় বলা যায়। ইমাম যাহাবী রহ. বলেছেন, ইবনে সীরীন থেকে স্বপ্নের তাবীরের ব্যাপারে অনেক আশ্চর্যজনক কথা বর্ণিত হয়েছে, যা অনেক দীর্ঘ। এ ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছিলেন।[৬৮]

মাকে তিনি কী পরিমাণ ভালোবাসতেন এবং মায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কতটুকু যত্নবান ছিলেন তার একটা চিত্র পাওয়া যায় তার বোন হাফসা বিনতে সীরীনের একটি বর্ণনায়। তিনি বলেন, আমার মা ছিলেন হিজাযের মেয়ে। তিনি রঙিন ও উৎকৃষ্টমানের মিহি কাপড় পছন্দ করতেন। ইবনে সীরীন মায়ের এ পছন্দকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। যখনই তার জন্য কাপড় কিনতেন তখন কেবল কাপড়ের মসৃণতার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, কতখানি টেকসই সে দিকে মোটেও খেয়াল করতেন না। ঈদের জন্য ইবনে সীরীন নিজে মায়ের কাপড় রং করতেন। আমি কখনো তাকে মায়ের সামনে জোর গলায় কথা বলতে শুনিনি। যখন কথা বলতেন, এত আস্তে বলতেন যেন কোনো গোপন কথা বলছেন।

হাফসা বিনতে সীরীন আরও বলেন, যখন মুহাম্মাদ রহ. তার মায়ের কাছে আসতেন, তখন লজ্জাবোধের কারণে মুখ দিয়ে তার সঙ্গে পুরো কথা বলতে পারতেন না।[৬৯]

ইবনে সীরীন যখন তার মার সামনে থাকতেন তখন তার গলার আওয়াজ এতো

৬৫. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/১৪২।
৬৬. তাহযীবুত তাহযীব : ৯/২১৬।
৬৭. তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৭৮।
৬৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৬১৮।
৬৯. আয-যুহদ : ২৪৮।

ছোট হতো যে, কোনো অপরিচিত লোক সে সময় তাকে দেখলে রোগাক্রান্ত বলে মনে করতো।[৭০] ইবনে আউন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল। তখন তিনি তার মায়ের কাছে ছিলেন। সে লোকটি বলল, মুহাম্মাদের কী হয়েছে! তিনি কি কোনো কিছুর অভিযোগ করছেন? লোকেরা জানাল, না। তিনি যখন তার মায়ের কাছে থাকেন, তখন এরূপই থাকেন।[৭১]

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. নিজেকে খুবই তুচ্ছ মনে করতেন। নিজের ব্যক্তিসত্তার জন্য বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য পছন্দ করতেন না। সুতরাং কাউকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলার অনুমতি দিতেন না। যদি কেউ তাঁর সঙ্গে চলতে চাইতো, তাকে তিনি বলতেন, যদি তুমি বিনা প্রয়োজনে চলতে থাক, তা হলে ফিরে যাও। তিনি বলতেন, পাপাচারে যদি দুর্গন্ধ থাকতো তা হলে আমার পাপের দুর্গন্ধের কারণে কোনো মানুষ আমার কাছে ঘেঁষতে পারতো না।[৭২]

ইউনুস বর্ণনা করেছেন, ইবনে সীরীন হাসিমুখ ও ঠাট্টা-কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন।[৭৩] কিন্তু অন্তরের কোমলতা ও খোদাভীতির এমন অবস্থা ছিল যে, প্রকাশ্যে তার ঠোঁট দুটি তো হাসতো; কিন্তু নির্জন ও একাকিত্বের সময় তার চোখ দুটো অশ্রু-ভেজা থাকতো। হিশাম ইবনে হাসান বলেছেন, একবার আমরা কিছু লোক ইবনে সীরীনের ঘরে অবস্থান করছিলাম। দিনের বেলায় তাঁকে হাসি-খুশি দেখতাম এবং রাতের অন্ধকারে তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতাম।[৭৪]

মৃত্যুর আলোচনার সময় তার ওপর মৃত্যুর মতো অবস্থার সৃষ্টি হতো। যুহাইর আল-আকতা বর্ণনা করেছেন। ইবনে সীরীন যখন মৃত্যুর কথা আলোচনা করতেন তখন তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন মারা যেত।[৭৫] রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লে তিনি তাঁর গৃহকোণে বসে যেতেন এবং কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন অংশে ঝুঁকে পড়তেন। আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করতেন। কান্নার তীব্রতার কারণে তার পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীরা তার ব্যাপারে মৃত্যুর আশঙ্কা করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. ৭৭ বছর বেঁচে ছিলেন। হিজরী ১১০ সনে তিনি

৭০. তারীখে ইবনে আসাকির : ৫/২২৩।
৭১. আয-যুহদ, প্রাগুক্ত।
৭২. মুখতাসার সিফাতুস সাফওয়া : ১৫০।
৭৩. তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৭৮।
৭৪. তাহযীবুল আসমা : ১/৮৪।
৭৫. তাযকিরাতুল হফফাজ : ১/৭৮।

অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন। শেষ জীবনে ৪০ হাজার দিরহাম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

ঋণের কারণে ইবনে সীরীন রহ. বড় চিন্তিত ছিলেন। ছেলে আবদুল্লাহ তাঁর সব ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে চিন্তামুক্ত করেন। তিনি ছেলের কল্যাণ কামনা করে দুআ করেন। মৃত্যুর পূর্বে উপদেশ দেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাকে তোমার সম্পাদন করা ভালো কাজের প্রতিদান দিতে সক্ষম। তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। যদি ঈমানদার হওয়ার দাবী করো, তা হলে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি দীন নির্বাচন করেছেন, তার উপরেই মরবে। সততা ও পবিত্রতা ব্যভিচার ও মিথ্যা থেকে ভালো।

এসব অসিয়ত করার পর জুমআর দিন ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স আশি বছরের ওপর ছিল। অনেকে সাতাত্তর বছরের কথা বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তিনি হাসান আল-বসরীর মৃত্যুর ১০০ দিন পর মৃত্যুবরণ করেন।[৭৬]

৭৬. তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৭৮; আসারুত তাবেয়ীন : ১৬১; সুয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিয়ীন : ১৩৩।

১

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে নিজেকে আল্লাহর সামনে দেখার ব্যাখ্যা

- আবু আব্দুল্লাহ তাসতারী রহ. বলেন, স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম কিয়ামত কায়েম হয়েছে। কবর হতে উঠে দাঁড়ালাম। আমার সামনে আনা হলো একটি বাহন। আমি তাতে আরোহণ করলাম। সে আমাকে নিয়ে আকাশের দিকে চলল। হঠাৎ সেখানে জান্নাত দেখতে পেয়ে অবতরণের চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাকে বলা হলো, এটা তোমার স্থান নয়। এরপর সে আমাকে নিয়ে এক আকাশ হতে আরেক আকাশে উঠতে লাগল। প্রত্যেক আকাশেই দেখতে পেলাম একটি করে জান্নাত। অবশেষে ইল্লিয়্যিন বা সর্বোত্তম জান্নাতে পৌঁছে সেখানে বসার ইচ্ছা করলাম। আমাকে বলা হলো, তোমার রবের সাক্ষাত না করে তুমি বসবে না। আমি বললাম, হ্যাঁ আমি বসব না। ফেরেশতারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ আমি আল্লাহ তাআলার সামনে হযরত আদম আ.-কে দেখতে পেলাম। হযরত আদম আ. আমাকে দেখে সাহায্যপ্রার্থীর মতো তার ডান দিকে বসালেন। আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! শায়খ বা মুরুব্বীর ক্ষমার জন্য আমি আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি। এরপর আল্লাহ তাআলাকে আমি বলতে শুনতে পেলাম, তিনি বললেন, "হে আদম, উঠ! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"
- বিশর বিন হারিসের ভাগিনা বলেন, জনৈক ব্যক্তি বিশরের কাছে এসে বলল, আপনি কি বিশর বিন হারিস? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, আমি আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বলছিলেন, তুমি বিশরের কাছে যাও এবং তাকে বল, হে বিশর! তুমি যদি আমার জন্য জ্বলন্ত কয়লার উপরও সিজদা কর তারপরও ওই সুখ্যাতির জন্যে আমার শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না—যা আমি তোমার জন্য লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি।

- উসমান আল-আহওয়াল বলেন, আমার কাছে রাত কাটালেন আবু সাঈদ। রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেলে তিনি চিৎকার দিয়ে আমাকে ডেকে বললেন, হে উসমান! বাতি জ্বালাও। আমি উঠে বাতি জ্বালালাম। তিনি বললেন, এইমাত্র আমি স্বপ্নে দেখেছি, কিয়ামত কায়েম হয়েছে। আমি পরকালে অবস্থান করছি। আমাকে ডাকা হলো। দাঁড় করানো হলো আল্লাহ তাআলার সামনে। ভয়ে আমি কাঁপিছিলাম। শরীরের সমস্ত লোম শিউরে উঠল। তিনি আমাকে বললেন, তুমিই সেই ব্যক্তি যে সালমা ও বুসাইনার তওবা কবুল করা ও তাদের প্রতি রুজু করার ব্যাপারে আমাকে কটাক্ষ করেছিলে? আমি যদি না জানতাম যে, তুমি এতে সরল ও সত্য, তা হলে অবশ্যই আমি তোমাকে এমন শাস্তি দিতাম—যা পৃথিবীবাসী কাউকেও দেয়নি।
- শায়খ আবু সা'দ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান দেখবে এবং আল্লাহ তাআলাকেও তার দিকে তাকাচ্ছে দেখতে পাবে। স্বপ্নদ্রষ্টা যদি সৎ হয়, তা হলে ওই স্বপ্ন তার জন্য দয়া ও রহমত হিসেবে বিবেচিত হবে। স্বপ্নদ্রষ্টা যদি সৎ না হয়, তা হলে তার হুঁশিয়ার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, "যেদিন মানুষ আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবে।"[৭৭]
- স্বপ্নে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কানে কানে কথা বলতে দেখলে, মহান আল্লাহ তাকে নৈকট্যদানের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় বানাবেন। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি মূসা আ.-কে নিগূঢ়তত্ত্ব আলোচনার জন্য নিকটবর্তী করেছি।"[৭৮]
- আল্লাহ তাআলাকে সিজদা করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহকে সিজদা কর এবং তার নৈকট্য লাভ কর।"[৭৯]
- পর্দার আড়াল হতে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখলে, তার দীন-ধর্ম সুন্দর হবে এবং তার হাতে যদি কারো আমানত থাকে, তা হলে তা আদায় করে দেবে এবং তার প্রভাব বাড়বে। সরাসরি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে, তার দীন-ধর্ম বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত হবে।

---

৭৭. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ৬।
৭৮. সূরা মারইয়াম : আয়াত ৫২।
৭৯. সূরা আলাক : আয়াত ১৯।

কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "কোনো মানুষের পক্ষে সরাসরি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব। তবে ওহীর মাধ্যমে বা পর্দার আড়ালে সম্ভব।"[৮০]

- আল্লাহ তাআলার গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা ছাড়া যদি কেউ আল্লাহ তাআলাকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে, তিনি তাকে নৈকট্য দান করেছেন বা তাকে সম্মান দিয়েছেন বা তার হিসাব-নিকাশ নিয়েছেন বা তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন, তা হলে যেভাবে সে দেখেছে, কিয়ামতের দিন সেভাবেই আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ পাবে।

- আল্লাহ তাআলাকে ক্ষমা ও দয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে দেখলে, অবশ্যই ওই প্রতিশ্রুতি ঠিক ও সত্যে পরিণত হবে। কেননা মহান আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তবে জীবদ্দশায় তার জানমালে বিপদাপদ আসতে পারে। আল্লাহ তাআলাকে উপদেশ দিতে দেখলে, সে ওইসব কাজ হতে বিরত থাকবে, যেগুলো মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, "তিনি তোমাদেরকে উপদেশ গ্রহণের উপদেশ দিচ্ছেন।"[৮১]

- মহান আল্লাহ স্বপ্নদ্রষ্টাকে কাপড় পরিয়ে দিতে দেখলে, তার জীবদ্দশায় দুর্দশা ও ব্যাধি আসবে। কিন্তু বিনিময়ে অধিক শুকরিয়া লাভের তাওফিক পাবে। মহান আল্লাহ স্বপ্নদ্রষ্টাকে পরিধানের জন্য একজোড়া কাপড় দিয়াছেন এবং সে তা যথাস্থানে পরিধান করতে দেখল। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে সিরীনকে জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার জন্য তৈরি হও। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির কুষ্ঠ রোগ দেখা দিল। এই অবস্থাতেই সে মারা গেল।

- কেউ স্বপ্নে এমন নুর দেখল, যার ব্যাখ্যা ও গুণাবলী বলতে সে অক্ষম, তা হলে জীবদ্দশায় সে লাভবান হতে পারবে না। বা হাতের দ্বারা কোনো কাজকর্ম করতে পারবে না। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে, মহান আল্লাহ তাকে তার নিজস্ব নামে বা অন্য নামে ডেকেছেন, তা হলে তার সুনাম ও যশ খ্যাতি হবে এবং শত্রুদের ওপর জয়ী হবে। দুনিয়ার কোনো কিছু দান করতে দেখা, রোগব্যাধি ও পরীক্ষার লক্ষণ—যার দ্বারা সে আল্লাহ তাআলার রহমত পাবে।

৮০. সূরা শুরা : আয়াত ৫১।
৮১. সূরা নাহল : আয়াত ৯০।

- স্বপ্নে আল্লাহ তাআলাকে তার প্রতি রাগান্বিত দেখা, তার প্রতি তার মাতাপিতার রাগের ইঙ্গিত। মাতাপতাকে তার প্রতি রাগান্বিত দেখা, তার প্রতি আল্লাহ তাআলার রাগের আলামত। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি আরও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আমার ও তোমাদের মাতাপতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"[৮২] এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে : আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মাতাপিতার সন্তুষ্টিতে এবং আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি মাতাপিতার অসন্তুষ্টিতে নিহিত।[৮৩]

- আল্লাহ তাআলা স্বপ্নদ্রষ্টার প্রতি রাগ করেছেন দেখলে, সে উঁচু মর্যাদা হতে ছিটকে পড়বে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, "যার প্রতি আমার ক্রোধ নেমে আসবে, তার ধ্বংস নিশ্চিত।"[৮৪]

- দেয়াল, পাহাড় বা আকাশ হতে পড়ে যেতে দেখা, স্বপ্নদ্রষ্টার প্রতি আল্লাহ তাআলার ক্রোধের নিদর্শন।

- পরিচিত জায়গায় আল্লাহ তাআলার সামনে নিজেকে উপস্থিত দেখলে, সেখানে ইনসাফ ছড়িয়ে পড়বে। ওই এলাকা শস্য-শ্যামল প্রান্তরে পরিণত হবে। সেখানকার অত্যাচারীরা ধ্বংস হবে। সাহায্য পাবে নিপীড়িতরা।

- নিজেকে আল্লাহ তাআলার সিংহাসনের দিকে তাকাতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা নিয়ামত ও রহমত পাবে। যদি কেউ ফটো, ছায়া বা প্রতিমা স্বপ্নে দেখে, এবং তাকে বলা হয় যে, এটা তোমার মাবুদ। এবং সে তাকে মাবুদ মনে করে তার উপাসনা বা সিজদা করতে দেখলে, সে মিথ্যাকে সত্য মনে করে সবসময় তাতে ব্যস্ত থাকবে। এমন স্বপ্ন ওই ধরনের লোকেরাই দেখে থাকে, যারা আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যারোপ করে।

- স্বপ্নে আল্লাহ তাআলাকে গালি দিতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হবে না।

৮২. সূরা লোকমান : আয়াত ১৪।
৬৭. সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৮৯৯। হাদীসটি সহীহ।
৮৪. সূরা তোয়াহা : আয়াত ৮১।

আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা

تفسير الأحلام

আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা

(২য় খণ্ড)

মূল

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.

[জন্ম : ৩৩ হিজরী, মৃত্যু : ১১০ হিজরী]

অনুবাদ

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদনা

নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

প্রথম প্রকাশ | অক্টোবর ২০২১ইং

আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা (২য় খণ্ড)

মূল | ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.
জন্ম : ৩৩ হিজরী, মৃত্যু : ১১০ হিজরী

অনুবাদ | কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদনা | নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

প্রকাশক | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-**১১০০**

স্বত্ব | প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য | ৬০০.০০ টাকা মাত্র

অর্পণ

খালাম্মার মাগফিরাত কামনায়

প্রকাশকের কথা

সমুদয় প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি—যাঁর অশেষ মেহেরবানীতে বিশ্ববিখ্যাত স্বপ্নব্যাখ্যাগ্রন্থ *তাফসীরুল আহলাম*'র অনুবাদ *আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা* নামে প্রকাশিত হলো। অভিজাত, রুচিশীল ও গবেষণামূলক ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *আনোয়ার লাইব্রেরী* কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে কায়মনোবাক্যে মহান প্রভুর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে—আলহামদুলিল্লাহ।

স্বপ্ন ঘুমের ঘোরে দর্শিত চিন্তা-ভাবনার নাম। অন্যদিকে এই স্বপ্নই হচ্ছে মানুষের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ। স্বপ্নকে আরবি ভাষায় 'রুইয়া' এবং ফার্সীতে 'খাব' বলা হয়। মানুষ স্বপ্ন দেখে। ভালো স্বপ্ন দেখে বলে, সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। আর খারাপ স্বপ্ন দেখে বলে, ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখেছি। আবার কখনো বলে, একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছি। আসলে স্বপ্ন কী? এর ব্যাখ্যাই-বা কী? এ নিয়েই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কে বেশি অভিজ্ঞ? পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ. এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। নবীগণের পর সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। সমস্ত উম্মতের মধ্যে স্বপ্নের তাবীর বা রহস্য উদ্ঘাটনে ইমাম ইবনে সীরীনের তুলনা স্বয়ং ইমাম ইবনে সীরীন নিজেই। এতদ্বিষয়ে মহান আল্লাহ তাকে বিশেষ পারদর্শিতা এবং বুৎপত্তি দান করেছিলেন, যা সর্বজনস্বীকৃত।

এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে তিনি চান, তাকে দান করেন। এমনকি স্বপ্নের তাবীর বা ব্যাখ্যা তাঁর ফিতরাত বা স্বভাব ধর্মে পরিণত হয়েছিল এবং সমস্ত উম্মত তাঁকে এতদ্বিষয়ে ইমাম এবং মুজতাহিদ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর যুগের অনেক বড় বড় আলেম ও বিশেষজ্ঞ তাঁকেই তাদের সময়ের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী মনে করতেন। ইবনে আওন বলতেন, গোটা পৃথিবীতে তিন ব্যক্তির জুড়ি

মেলা কষ্টসাধ্য– ইরাকে ইবনে সীরীনের, হিজাযে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের এবং শামে রজা ইবনে হায়ওয়ার। আর এই তিনজনের মধ্যে ইবনে সীরীন ছিলেন বসরার সবচেয়ে বড় খোদাভীরু ফকীহ, জ্ঞানী, দক্ষ হাফিযুল হাদীস এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার।[৮৫] ইবনে আওন আরও বলতেন, আমার দু'চোখ ইবনে সীরীন, আল কাসিম ও রজা ইবনে হায়ওয়ার সমকক্ষ কাউকে দেখেনি।[৮৬]

স্বপ্নের তাবীর ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.-কে প্রায় অদ্বিতীয় বলা যায়। ইমাম যাহাবী রহ. বলেছেন, ইবনে সীরীন থেকে স্বপ্নের তাবীরের ব্যাপারে অনেক আশ্চর্যজনক কথা বর্ণিত হয়েছে, যা অনেক দীর্ঘ। এ ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছিলেন।[৮৭]

ব্যবসা-বাণিজ্য এমন এক পেশা—যাতে হারাম-হালালের ব্যাপারে বেশি সতর্কতা অবলম্বন অনেক সময় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন করে তোলে। ইবনে সীরীন রহ. জীবিকার জন্য পেশা হিসেবে ব্যবসাকে বেছে নেন। জীবনের প্রথম পর্বে জ্ঞান অর্জন শেষ করে দ্বিতীয় পর্ব যখন শুরু করেন তখন প্রত্যেকটি দিনকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেন। এক ভাগ জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিতরণ ও ইবাদত, আর এক ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জীবিকা অর্জন। সকালে তিনি বসরার জামে মসজিদে চলে যেতেন। ফজরের নামায আদায়ের পর দুপুরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেখানে নিজে শিখতেন ও অন্যদের শেখাতেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বেচাকেনার জন্য বাজারে চলে যেতেন। আর রাতের আঁধারে বিশ্বচরাচর যখন ঢেকে যেত তিনি তখন নিজের ইবাদতখানায় ঢুকে যেতেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কুরআনের নির্ধারিত অংশ পাঠে নিমগ্ন হতেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে সারা রাত অস্থিরভাবে কাঁদতেন। তাঁর এ কান্না শুনে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের তাঁর প্রতি দয়া হতো এবং তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে যেত। বেচাকেনার উদ্দেশ্যে তিনি যখন বাজারে ঘুরতেন তখন মানুষকে উপদেশ দিতে ভুলতেন না। অন্যদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। কীসে আল্লাহর

৮৫. তাহযীবুত তাহযীব : ৯/২১৬।
৮৬. তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৭৮।
৮৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৬১৮।

সন্তুষ্টি তাও বলে দিতেন। ছোট-খাট ঝগড়া-বিবাদও ফায়সালা করতেন।[৮৮]

তাফসীরুল আহলাম এই মহামনীষীর অমর গ্রন্থ। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সুনিপুণভাবে বিধৃত হয়েছে এতে। আশা করি, এ অনন্য গ্রন্থটি পাঠে সর্বসাধারণ উপকৃত হতে পারবেন। ইসলামী জীবনবোধ বিনির্মাণের প্রচেষ্টায় খুঁজে পাবেন অদম্য স্পৃহা। পরিশেষে গ্রন্থটির সকল কলা-কুশলীদের জানাই কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাঁদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিতে গ্রন্থটির মুদ্রণ, তত্ত্ব ও তথ্যগত কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানানোর আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলার কাছে সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। গ্রন্থটি পাঠকদের উপকারে এলেই আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
প্রকাশক
আনোয়ার লাইব্রেরী

৮৮ সুওয়ারুম মিন হায়াতিত তাবেয়ীন : ১২৮।

অনুবাদকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপী এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি—যিনি আমাকে *তাফসীরুল আহলাম* শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ আরবী বইটির অনুবাদ করার তাওফীক দিয়েছেন। বইটির সীমাহীন গুরুত্বের প্রতি খেয়াল করেই *আনোয়ার লাইব্রেরী* কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁদের এই সদিচ্ছার সঙ্গে একমত হয়ে বইটির অনুবাদ কাজে বিগত দেড় বছর আগে হাত দিয়েছিলাম। মহান আল্লাহর অশেষ ফযল ও করমে আজ বইটির অনুবাদ সমাপ্ত হয়ে ছাপা খানায় যাওয়ার উপযোগী হয়ে উঠেছে। (আল-হামদুলিল্লাহ)

বইটির মূল লেখক ইমামুত তাবিয়ীন মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহ.। অমলিন যাঁর ইতিহাস। স্মরণীয় যাঁর কীর্তিমুখর জীবন। এই মহান তাবিয়ী একাধারে ছিলেন বিদগ্ধ ফকীহ, মুহাদ্দিস ও প্রবাদতুল্য স্বপ্নবিশারদ। আল্লাহপ্রদত্ত মেধা, ধৈর্য, আদব ও সময়কে কাজে লাগিয়ে ইলমের পথে তিনি একজন অগ্রপথিক রাহবার হিসেবে স্মরণীয়।

মুমিনের জীবনে স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেয়ামত যত নিকটে আসবে ঈমানদারের স্বপ্ন তত বেশি সত্য হতে থাকবে। ঈমানদারের জীবনে স্বপ্ন এত গুরুত্ব রাখে যে, তাকে নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। মানুষ যত বেশি সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করবে, সে ততবেশি সত্য স্বপ্ন

দেখতে পাবে। যদি কেউ চায় সে সত্য স্বপ্ন দেখবে, তাকে সততা ও সত্যবাদিতার সঙ্গে জীবন যাপন করতে হবে।

মূলত যেকোনো কিতাবই লেখকের মনের প্রতিচ্ছবি—যার আয়না যতো পরিষ্কার, সেই আয়নায় পাঠকের জন্য প্রতিচ্ছবিও তত পরিষ্কার দেখায়। ইবনে সীরীনের ইলমের ওপর আমল তার গ্রন্থের সমাদৃত হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।

দুনিয়াতে কত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, তা কে জানে! জন্মের পর তারা হাসে, কাঁদে, কিছু সময় কাটায়। তারপর আল্লাহর হুকুমে একদিন দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। তাদেরকে আর কেউ মনে রাখে না। এটাই সাধারণ নিয়ম।

এই সাধারণ নিয়মের যে ব্যতিক্রম ঘটে না এমনটি নয়। মুসলিম জাহানে এমন বহু লোক জন্মগ্রহণ করেছেন—যাঁরা অসাধারণ জ্ঞানী ও মহান। তাঁদেরকে আমরা মনীষী বলে থাকি। মুসলিম জগতে বহু ক্ষণজন্মা মনীষী জন্মেছেন—যাঁরা শুধু তাঁদের যুগেই নন; বর্তমান যুগেও আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয়। কালজয়ী প্রতিভা হিসেবে তাঁরা সর্বজনবরিত। মানব সভ্যতাকে তাঁরা নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কুরআন, সুন্নাহ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন কোনো বিষয় নেই, যেগুলো তাঁদের প্রতিভার যাদুস্পর্শে মানব সভ্যতার দিকদর্শন হয়ে ওঠেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিষয়েই তাঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। বলতে গেলে জ্ঞানের যে প্রদীপ তাঁরা জ্বালিয়ে দিয়েছেন—তার আলোকরশ্মি কুসংস্কার অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করে মানব জাতির সামনে খুলে দিয়েছে জ্ঞানের দুয়ার। যাঁদের সম্পর্কে আমরা বলি,

أولئـــك أبـــائي فجئـــنى بمـــثلهم
إذا جمعـــت يـــا جريـــر المجـــامع!

এঁরাই আমার পূর্বসূরী
এঁদের নিয়ে গর্ব করি
ওহে জারীর! দেখাও তুমি
বিশ্বসভায় তাঁদের জুড়ি ॥

মুসলিম মনীষীদের এই কাফেলায় ইমাম ইবনে সীরীন ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। এই গ্রন্থে মানুষের দেখা বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। পাঠকের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন অমূল্য ও হৃদয়স্পর্শী নানা স্বপ্নের ঘটনাও।

আমরা আশা করি, গ্রন্থটি পাঠকের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দেবে। প্রাণের উর্বরতা ও ঈমানের সজীবতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বাড়তি কিছু বলা বাহুল্য মনে করছি।

দেশের প্রতিশ্রুতিশীল ও স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *আনোয়ার লাইব্রেরী*র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহতারাম মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল সাহেব যেভাবে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়ে অনুবাদকর্মে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন, তা এককথায় বর্ণনাতীত। তাঁর নিষ্ঠা, ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ঋণের শিকল পরিয়ে দিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করছি, যিনি এই কর্মটি সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন। সেই বরকতওয়ালা সত্তা যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিপূর্ণ ইত্তেবা ও অনুসরণ করে জীবন ও মৃত্যু দান করেন।

এ কথা কারও অজানা নয় যে, প্রথম যুগের মনীষীদের লেখা বই শুধু বই-ই নয়; তা একটি অমূল্য রত্ন। সাফল্যের সিঁড়ি। সোনালী জীবনের সোপান। তাই সেসব বইয়ের নির্ভুল, সুন্দর ও সহজপাঠ্য অনুবাদ সকলেরই কাম্য। তথাপি মানুষ তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অনুবাদ কর্মে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসামঞ্জস্যতা, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, ভাষা প্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠকেরা এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মৌলিক কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়লে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে—ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কাজে বরকত দিন এবং কবুলিয়াতের বারিধারায় সিক্ত করুন।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
পূর্ব সোনাই, হেয়াকো, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১০ জুন ২০২১ ঈসায়ী।

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

[৩১] একত্রিংশ পরিচ্ছেদ/২৫

যুদ্ধের সরঞ্জামাদি, হত্যা-বিগ্রহ, শূলী ও বন্দিত্ব সংক্রান্ত বিষয় স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৫
যুদ্ধ ২৫
পতাকা ২৬
তরবারী ২৬
বর্শা ২৯
ফাঁসির দড়ি.....২৯
তীর ৩০
ধনুক.....৩১
পাথর ৩২
কাঁটা, কুড়াল ও বর্ম ৩০
ঢাল ৩৩
হত্যা ৩৪
যুদ্ধ ৩৬
আঘাত ৩৭
রক্ত..... ৩৮
শূল ৪০
পরাজয় ৪০
বন্দিত্ব ৪২
বেড়ী ৪৩
শিকল ৪৪
মীমাংসা ৪৪

[৩২] দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ/৪৫

কারিগর ও পেশাজীবীদের স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৪৫
নির্মাণ সংক্রান্ত ৪৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

কাঠ সংক্রান্ত..... ৪৫
লোহা সংক্রান্ত ৪৬
রুটির পেশা সংক্রান্ত..... ৪৬
গম সংক্রান্ত ৪৭
বিক্রেতা ৪৯

[৩৩] ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ/৬১

ঘোড়া, গবাদি পশু এবং অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু ও পশু স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....৬১
ঘোড়া ৬১
খচ্চর ৬৬
গাধা ৬৭
গাভী ৬৯
বলদ ৭১
উট ৭৩
ভেড়া..... ৭৫

[৩৪] চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ/৭৭

হিংস্র ও বন্য প্রাণী স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা..... ৭৭
বুনো গাধা ৭৭
হরিণ ৭৭
অন্যান্য বুনো প্রাণী ৭৮
হাতী ৭৯
সিংহ ৮০
বাঘ ৮২
ভল্লুক..... ৮২
শুকর ৮২
হায়েনা..... ৮৩
বানর ৮৪
কুকুর ৮৪
শিয়াল ৮৬
খরগোশ-বেজি ৮৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিড়াল ৮৭

[৩৫] পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ/৮৮

গৃহপালিত, বন্য ও জলজ পাখি, ডানাবিশিষ্ট প্রাণী এবং সমুদ্রের শিকারী স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৮৮
পাখি ৮৮
বাজপাখি ৮৯
শাহিন পাখি ৮৯
ঈগল ৯০
শকুন ৯১
অন্যান্য পাখি ৯২
উটপাখি ৯৩
টিয়া, বুলবুলি, পাপিয়া ও ময়না ৯৩
খুত্তাফ দোয়েল ৯৪
বাদুড়, রাখমা ও শাকরাক ৯৪
ময়ূর ৯৪
কাক ৯৫
চড়ুই পাখি ৯৬
সারশ পাখি ৯৭
মোরগ ৯৭
কবুতর ৯৮
চিল ১০০
হাঁস ১০০
মৌমাছি ১০১
ভীমরুল ও মাছি ১০২
পঙ্গপাল ১০৩
মাছ ১০৪
কচ্ছপ, কাঁকড়া, কুমির ও ব্যাঙ ১০৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

[৩৬] ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ/১০৬

শিকারের সরঞ্জামাদি, জাল, ফাঁদ, বড়শি, শিকারের অস্ত্র এবং বন্দুকের গুলি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১০৬

[৩৭] সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ/১০৭

পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ও জমিনের প্রাণী স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১০৭
সাপ ১০৭
বিচ্ছু ১১০
টিকটিকি ও উইপোকা ১১১
মাকড়সা ও ইঁদুর ১১১
উকুন ১১২
পিঁপড়া ১১২

[৩৮] অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ/১১৩

আকাশ, বাতাস, রাত-দিন, আলো-অন্ধকার, চন্দ্র-সূর্য ও তারকা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১১৩
আকাশ ১১৩
বাতাস ১১৭
দিন-রাত ১১৯
সূর্য ১২১
চাঁদ ১২৫
নক্ষত্র ১২৮

[৩৯] ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/১২৯

জমিন, পাহাড়, মাটি, শহর, গ্রাম, বাড়ি-ঘর, দূর্গ, দোকান, দরজা, রাস্তা, জেলখানা, ইহুদি-খিষ্টানদের উপাসনালয় ও কবরস্থান ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১২৯
জমিন ১২৯
পাহাড় ১৩১
পাথর ১৩৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মাটি ১৩৪
শহর ১৩৫
গ্রাম ১৩৬
পাথর ১৩৭
বাড়ি-ঘর ১৩৯
দেয়াল ১৪৫
ছাদ ১৪৬
প্রাসাদ ১৪৬
গম্বুজ ১৪৭
কক্ষ ১৪৮
আকৃতি ও ছিদ্র ১৪৯
সিঁড়ি ১৪৯
দরজা ১৫২
চৌকাঠ ১৫৩
টয়লেট ১৫৫
গুহা ও কূপ ১৫৫
গোসলখানা ১৫৭
রুটির ফ্যাক্টরী ১৫৯
বাজার ১৬০
দোকান ও হোটেল ১৬৩
জেলখানা ১৬৪
আস্তাবল, রাস্তা ও মরীচিকা ১৬৬
কবরস্থান ১৬৭
প্রাচীর ১৭০
দুর্গ ১৭১
সেতু ১৭২
স্তম্ভ ১৭৩
মসজিদ ১৭৪
কাবা শরীফ ১৭৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ইহুদিদের উপাসনালয় ১৭৭
খ্রীষ্টানদের উপাসনালয় ১৭৭

[৪০] চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/১৭৮

স্বর্ণ, রূপা, মনিমুক্তা, অলংকারের রং ও খনিজ পদার্থ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ...১৭৮
খনিজ পদার্থ ১৭৮
স্বর্ণ-রুপা ১৭৮
দীনার-দিরহাম ১৭৯
সঞ্চিত ধন ১৮২
মুকুট ১৮৩
মালা ও দুল ১৮৪
আংটি ১৮৫

[৪১] একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/১৮৬

সমুদ্র, পানি, সামুদ্রিক অবস্থা, নৌকা, নদীসমূহ, কূপ বিল এবং বালতি, বড় পাত্র, কলসী ও মগ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১৮৬
পানি ১৮৬
সাগর ১৯০
সাঁতার ১৯৩
নদী ১৯৩
হাউজ ও কলসি ১৯৬
বালতি ও চরকা ১৯৭
নৌকা ১৯৮

[৪২] দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/২০০

আগুন, চুলা, মশাল, বাতি, মোমবাতি ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২০০
আগুন ২০০
চুলা ২০৫
বাতি ও মোমবাতি ২০৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

[৪৩] ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/২০৭

ফলহীন বা ফলদার বৃক্ষ, ফলদার বৃক্ষের বাগান, এবং খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২০৭
বাগান ২০৭
গাছ ২০৮
আখরোট গাছ ২০৯
যাইতুন গাছ ২০৯
আঙ্গুর ২১০
ডুমুর ফল ২১২
আপেল ২১২
নাশপাতি ২১৩
পেয়ারা ২১৫
বরই ও কলা ২১৫
বাদাম ও নারিকেল গাছ ২১৫
খেজুর ২১৬
ডালিম-আনার ২১৮
ঘটনা ২১৮
গোলাপ ২১৯
গুল্ম ও বাঁশ ইত্যাদি ২১৯

[৪৪] চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/২২১

শস্য দানা, ফসল, সুগন্ধি, উদ্ভিদ, সবজি, বাগান, তরমুজ, ক্ষীরা, শসা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২২১
উদ্যান ২২৭
নার্গিস ফুল ২২৯

[৪৫] পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/২৩৩

কলম, দোয়াত, চিত্র, কালি, কাগজ, লেখা, কবিতা এবং এ জাতীয় বস্তু স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৩৩
কলম ২৩৩
দোয়াত ২৩৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

কালি ২৩৫
কিতাব ২৩৬
কবি ও লেখক.....২৩৯

[৪৬] ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/২৪০

মূর্তির উপাসনা, আগুনের পূজা, গাছের পূজা, ইহুদী হয়ে যাওয়া, কুফুরী ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৪০

[৪৭] সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/২৪৪

বিছানাপত্র, বালিশ, খাট, পর্দা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৪৪
বিছানা ২৪৪
খাট ২৪৬
তাঁবু ২৪৮
পর্দা ২৪৯
চাদর ২৫০

[৪৮] অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ/২৫১

বাহন ও ঘোড়ার আসবাব তথা—লাগাম, গলাবন্ধনী, চাবুক, ফিতা, রশি, লাঠি ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৫১

[৪৯] ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/২৫৩

পূর্বের অধ্যায়সমূহে অনুল্লেখ্য ঘরের আসবাবপত্র, ভোগসামগ্রী ও পেশাজীবী দ্রব্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৫৩

[৫০] পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/২৬৩

তন্দ্রা, নিদ্রা, কাত হয়ে শোয়া, জাগ্রত, মহিলা ও বাদী ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২৬৩

[৫১] একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/২৬৬

ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ, নিজের বা তার সমজাতির গোশত খাওয়া, রক্তপিণ্ড চাবানো ও আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়া স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২৬৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

[৫২] দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/২৬৮

বিপরীতধর্মী বিষয়সমূহ যথা: ওঠা-নামা, কৃপণতা-বদান্যতা, দারিদ্র্য-প্রাচুর্য, অহমিকা-বিনয়, সত্য-মিথ্যা, সুখ-দুঃখ, স্বীকার-অস্বীকার, অপরাধ-অনুশোচনা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৬৮

[৫৩] ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/২৭১

সহবাস, বিবাহ, বাদীকে বিবাহ, তালাক, যিনা, স্ত্রীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো ইত্যাদি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৭১

সহবাস ২৭১

বিয়ে ২৭১

তালাক ও যিনা ২৭৬

[৫৪] চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/২৭৭

সফর, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, ভ্রমণ, উড়া, সাওয়ারী ও সফর থেকে ফেরা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৭৭

[৫৫] পঞ্চঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/২৭৯

ক্রয়-বিক্রয় করা, বন্ধক রাখা, ভাড়া দেয়া, অংশীদারিত্ব করা, আমানত রাখা, দেয়া, ঋণ নেয়া, জামিন হওয়া, দায়িত্বভার নেয়া, ঋণ পরিশোধ করা, ঢিল দেয়াসহ প্রচলিত লেনদেন স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২৭৯

[৫৬] ষট্‌পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/২৮২

ঝগড়া, বিবাদ এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়.....২৮২

[তথা—অত্যাচার, ঘৃণা, হুমকি দেয়া, অন্যায়, হিংসা, প্রতারণা, মামলা, ছিদ্র করা, লাথি মারা, প্রহার করা, আঁচড় দেয়া, চূর্ণ করা, পাথর নিক্ষেপ করা, গালি দেয়া, বিদ্রুপ করা, চর মারা, শত্রুতা পোষণ, পরনিন্দা করা, রাগ করা, বিজয়ী হওয়া, থাপ্পড় মারা, যুদ্ধ করা, কুস্তি লড়া এবং জবাই করা ইত্যাদি] স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....২৮২

[৫৭] সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/২৮৬

পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ নানা প্রকার বিষয়াবলি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৮৬

হাদিয়া ২৮৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

গোপনে কথা শোনা ২৮৬

পছন্দ ও বের করা ২৮৭

প্রমাণ ২৮৭

ঝুলে থাকা ২৮৮

ধৈর্যধারণ ২৮৮

নাম পরিবর্তন ২৮৮

বিদায় জানানো ২৮৯

নূর ২৮৯

অবজ্ঞা ও পাহারা ২৮৯

কাঠ কাটা ও গর্তবিষয়ক.....২৯০

কসম ২৯০

সুড়সুড়ি, পরিমাপ ও নক্ষত্র ২৯১

অনুগ্রহ ২৯১

প্রশ্ন ও ব্যস্ততা.....২৯১

ভীমরুল ও টাকার আওয়াজ ২৯২

চুল বেণী করা ২৯২

লম্বা হওয়া ও উচ্চ মর্যাদা ২৯২

ক্ষমা ২৯২

গিট ও সংখ্যা.....২৯৩

আশ্চর্য হওয়া ও গোলাম আজাদ করা ২৯৪

তাড়াহুড়া, জ্ঞান ও ভর্ৎসনা ২৯৪

আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় ২৯৪

রশি পাকানো ২৯৪

শক্তি, ভিড় ও তিরস্কার ২৯৫

বায়আত ২৯৫

কাপড় বোনা ২৯৬

অঙ্গীকার ২৯৬

ধৈর্যধারণ, দুশ্চিন্তা ও ঐক্য ২৯৬

চুমু, কামড় ও চিমটি ২৯৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

লৌহবর্ম, কয়লা, আলকাতরা ও পেরেক ২৯৭
মিষ্টি দুধ ও পুরাতন চিহ্ন ২৯৮
লাউ ২৯৮
কচ্ছপ ও মাছ ২৯৯
দাড়ি ও দাঁত.....২৯৯
মাথা মুণ্ডন ৩০০
হাত কেটে পড়া ৩০০
নখ, বুক ও পেট ইত্যাদি ৩০১
সুগন্ধি, হাড় ও প্রস্রাব..... ৩০৩
জুতা ৩০৪
জামা ৩০৫
খনিজ পদার্থ.....৩০৬
লাশ ও কবর ৩০৮
জান্নাত ও জাহান্নাম ৩০৯
হজ বিষয়ক.....৩১০
মধু ও দুগ্ধজাতীয় দ্রব্য ৩১১
মাছ ৩১২
গাধা ও হরিণ.....৩১২
ছাগল ৩১৩
উট, গাধা ও খচ্চর ৩১৪
আগুন ৩১৫

[৫৮] অষ্টপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ/৩১৬

মানবজীবনের বিভিন্ন বিষয় স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....৩১৬

[৫৯] ঊনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ/৩৩১

বিশিষ্ট মনীষীদের সূত্রে বর্ণিত কিছু স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা ৩৩১

৩১

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের সরঞ্জামাদি, হত্যা-বিগ্রহ, শূলী ও বন্দিত্ব সংক্রান্ত বিষয় স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

যুদ্ধ

- যুদ্ধ স্বপ্নে দেখা তিন ধরনের হয়ে থাকে। ১. রাজা ও রাজার মধ্যে। ২. রাজা ও প্রজার মধ্যে। ৩. প্রজা ও প্রজার মধ্যে। রাজার সঙ্গে সাজা স্বপ্নে দেখলে, যুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা ও মহামারীর লক্ষণ। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। রাজা ও প্রজার মধ্যে যুদ্ধ স্বপ্নে দেখলে, খাদ্যদ্রব্য সস্তা হওয়ার আলামত। প্রজা ও প্রজার মধ্যে যুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পূর্বাভাস।

- যদি কেউ নিজ শহরে সৈন্যের আগমন স্বপ্নে দেখে, তবে তা বৃষ্টি বর্ষণের ইশারা। দলবদ্ধ সৈন্য দেখলে, হকের সাহায্য ও বাতিলের ধ্বংসের আলামত। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا

"অবশ্যই এখন আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার প্রতিরোধের শক্তি তাদের নেই।"[৮৯]

স্বপ্নে সৈন্যের স্বল্পতা দেখলে, বুঝতে হবে, বিজয় সন্নিকটে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

"কত সামান্য দল বিশাল দলের মোকাবেলায় আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয়ী হয়েছে!"[৯০]

৮৯. সূরা নামল : আয়াত ৩৭।
৯০. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯।

- সৈনিক যদি তার হাতে তীর বা চাবুক দেখে, তবে স্বপ্নদ্রষ্টা সুন্দর জীবন যাপন করবে। ধূলাবালি স্বপ্নে দেখলে, ভ্রমণ করবে। কেউ কেউ বলেন, ধূলাবালির সঙ্গে গর্জন ও বিজলী দেখা, দুর্ভিক্ষ ও অসচ্ছলতার আলামত। গর্জন ও বিজলী না থাকলে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করবে। কারণ, মাটি হলো সম্পদ আর এর থেকেই ধূলির সৃষ্টি। কারও মতে, স্বপ্নে নিজের গায়ে ধূলা দেখলে, সফর করবে। কারও মতে, স্বপ্নদ্রষ্টা যুদ্ধে সম্পদশালী হবে। ঘোড়ায় আরোহণ করে ঘোড়াকে হাকিয়ে নিয়ে গেলে, স্বপ্নদ্রষ্টা কাজে সফলতা অর্জন করায় অহংকার করবে এবং ভ্রান্তিতে ভুগবে।

পতাকা

- পতাকা মুত্তাকী আলেম ও ধনী দানশীল ব্যক্তির লক্ষণ। মানুষ তার অনুসরণ করে। তারকা দ্বারা মানুষ পথের দিশা পায়। লাল পতাকা দেখার ব্যাখ্যা হলো, শস্যদানা। পতাকা বিবর্ণ হতে দেখলে, সৈন্যবাহিনীর ওপর বিপদ আসবে। সবুজ হতে দেখলে, সফর কল্যাণময় হবে। পতাকার সাদা দেখা বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার আলামত। পতাকা কালো রঙের দেখা, দুর্ভিক্ষ আসার ইশারা। কারও মতে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে পতাকা দেখবে সে নিজ শহরের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হবে। চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি স্বপ্নে পতাকা দেখলে, সে সঠিক পথে পরিচালিত হবে। যে পতাকার সম্পর্ক মুত্তাকী আলেমের সঙ্গে, সেটা লাল হলে, আনন্দের ইঙ্গিত। কালো হলে স্বপ্নদ্রষ্টা দ্বারা নেতৃত্ব খুঁজবে। যেমন বলা হয়, কালো নিশান ব্যাপক বৃষ্টি হওয়ার আলামত। সাদা বৃষ্টি চলে যাওয়ার ইশারা। লাল যুদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত।

- জনৈক মহিলা স্বপ্নে দেখল, সে তিনটি পতাকা টানিয়েছে। এরপর তার আম্মা ইবনে সীরীনের কাছে এসে তার স্বপ্ন বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, স্বপ্নটি সত্য হলে তাকে তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিয়ে করবে। তারা সকলেই নিহত হয়ে যাবে। পরে দেখা গেল, তিনি যা বলেছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে।

তরবারী

- তরবারী দেখা বীরপুরুষ হওয়ার লক্ষণ। অন্য অস্ত্রের সঙ্গে তরবারী দেখা বাদশাহীর ইঙ্গিত। তরবারী দিয়ে হত্যা করা দ্বারা গোত্রের ঝগড়া বোঝায়। অন্য অস্ত্র ব্যতীত শুধু তরবারী দেখা, পুত্র সন্তানের আলামত। গলায় তরবারী ঝোলাতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা রাজত্বের বড় ধরণের দায়িত্ব পাবে। কেননা, গর্দান হল আমানতের স্থান লোহা হলো খুবই কঠিন বস্তু। যদি কেউ

স্বপ্নে দেখে, সে তরবারিকে ভারী মনে করছে অতিরিক্ত ওজনের কারণে তরবারীকে জমিনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তা হলে সে রাজত্ব পরিচালনা করতে অক্ষম হবে।

- তরবারীর বেল্ট খসে দেখা, স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত হওয়ার পূর্বাভাস। কারণ, বেল্ট হলো তার রাজত্বের সৌন্দর্য। স্ত্রীকে বিবর্ণ অবস্থায় দেখলে বা স্বপ্নদ্রষ্টার স্ত্রী তাকে বিবর্ণ অবস্থায় পেলে, তাদের পুত্র সন্তান হবে। স্ত্রীকে তরবারীর খাপে পেলে, স্বপ্নদ্রষ্টা কন্যা সন্তান লাভ করবে। তার স্ত্রী তার স্বামীকে তরবারীর খাপে পেলে, সে পুত্র সন্তান পাবে। কারও মতে, কন্যা সন্তান পাবে।

- কেউ যদি স্বপ্নে দেখে তার গলায় চারটি তরবারী ঝুলানো। একটি তরবারী লোহার, আরেকটি শীসার, আরেকটি পিতলের, আরেকটি কাঠের, তা হলে বুঝতে হবে, তার চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। এখানে লোহার তরবারীটি বীর বাহাদুর সন্তান, পিতলটি ধনী সন্তান, শীসাটি নপুংসক সন্তান, কাঠটি মুনাফিক সন্তানের আলামত।

- মরিচাযুক্ত তরবারীকে কোষ থেকে টেনে বের করতে স্বপ্নে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টার একটি দুষ্টু সন্তান জন্ম নেবে। তরবারীটি তার কোষের মধ্যে ভেঙে যাওয়া, সন্তান তার মায়ের পেটে মৃত্যুবরণ করার ইঙ্গিত। খাপ ভেঙে গেলে, মহিলা মৃত্যুবরণ করবে, সন্তান জীবিত থাকবে। তরবারী ও খাপ উভয়টি ভেঙে যাওয়া, উভয়ের মৃত্যুর পূর্বাভাস।

- তরবারীকে কোষ থেকে টেনে বের করতে এমন অবস্থায় দেখলে যখন তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল না, তা হলে সে মিথ্যাবাদী হবে। তরবারী ঔজ্জ্বল্যহীন হলে, সে মিষ্টভাষী ও সত্যবাদী হবে। তরবারীটি ভারী হলে, তার মুখে জড়তা থাকবে। তরবারীতে ছিদ্র থাকলে, সন্তানটি বোবা হবে। স্বপ্নে যদি দেখে, স্বপ্নদ্রষ্টার হাতে কোষমুক্ত তরবারী এবং সে ঝগড়ায় লিপ্ত, তা হলে সন্তান সত্যবাদী হবে। তরবারী পেয়ে গ্রহণ করলে সে সত্যবাদী সাথী পাবে।

- স্বপ্নে গলায় দুটি বা তিনটি তরবারী ঝুলানো দেখার পর স্বপ্ন শেষ হয়ে গেলে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেবে। কারও মতে, তরবারীকে টেনে বের করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষের কাছে স্বাক্ষ্য চাইবে, কিন্তু লোকেরা তার ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দেবে না। তরবারী দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের ডানে-বামে আক্রমণ করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা অবৈধ কথা বলবে। যদি দেখে তরবারীটি তার পাশে রাখা, তা হলে সে কঠিন সাহসী ব্যক্তি হবে। তরবারী ব্যতীত

বেল্ট ঝুলাতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা আমানত রক্ষা করবে। দাঁড় করানো তরবারী দেখার ব্যাখ্যা হলো, স্বপ্নদ্রষ্টার পিতা বা তার চাচা। কারও মতে, তার মাতা বা তার খালা। ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাখ্যা হলো তাদের মৃত্যু। কারও মতে, নিশ্চয় তরবারীর খাপ খাদেম বা বিক্রয়। তা ভেঙে যাওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে, তার খাদেমের মৃত্যু অথবা তার বিক্রয় চুক্তি বাতিল হওয়া।

- যদি কেউ তরবারী নিয়ে খেলা করতে দেখে, তবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বপ্নদ্রষ্টা বিচক্ষণ হবে। যদি কথার দিকে সম্পৃক্ত হয়, তা হলে ভাষাবিদ হবে। সন্তানের দিকে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, আশ্চর্যময় বস্তু। তরবারীকে বাতাসের সঙ্গে দেখলে, মহামারী বোঝাবে।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি ইমাম ইবনে সীরীনের কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে বসরার মসজিদে এক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখলাম। তার হাতে ছিল একটি কোষমুক্ত তরবারী। এরপর তিনি তরবারীটি দ্বারা পাথরে আঘাত করলেন। এতে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল। ইবনে সীরীন রহ.-এর ব্যাখ্যায় বললেন, এ লোকটি হাসান বসরী হওয়া উচিত। এরপর লোকটি বলল, খোদার কসম তিনি হাসান বসরীই হবেন। ইবনে সীরীন (রহ) বলেন, ওই তরবারী হলো, তার জিহ্বা। যার দ্বারা বাতিলকে তিনি ভেঙ্গে-চুরে দেন।

ঘটনা : হিশাম ইমাম ইবনে সীরীনকে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার হাতে একটি কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে আমি চলছি। তরবারীর এক পাশ জমিনে রেখে দিয়েছি। যেভাবে লোকেরা লাঠিকে রেখে দেয়। ইবনে সীরীন রহ. এর ব্যাখ্যায় বললেন, আপনার স্ত্রী কি গর্ভবতী ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনে সীরীন বললেন, ইনশাআল্লাহ, আপনার স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করবে।

ভারতীয় এক বীর স্বপ্নে দেখল, সে তরবারী গিলে ফেলছে। ঘটনাটি এক স্বপ্নবিশারদের কাছে বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, অচিরেই তুমি তোমার শত্রুর সম্পদ খেয়ে ফেলবে। যদি তরবারী তোমাকে গিলে ফেলতে দেখতে, তা হলে সাপে তোমাকে দংশন করত।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি ইমাম ইবনে সীরীনের কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, একজন কালো ব্যক্তিকে ধরে তার ওপর তরবারী তুলেছি। এমনকি আমি তাকে শেষ করে দিয়েছি। ইমাম ইবনে সীরীন রহ. বললেন, এক্ষেত্রে এটা হলো ভর্ৎসনা। সে অচিরেই তোমাকে ভর্ৎসনা করবে।

- যদি স্বপ্নে দেখে, তার হাতে কোষমুক্ত তরবারী, সে তরবারীটি তার মাথার উপরে উঠিয়েছে, তবে সে এটা দ্বারা আঘাত করার ইচ্ছা করেনি, তা হলে সে রাজত্ব পাবে, যাতে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

- ইমাম ইবনে সীরীন রহ. বলেন, বাদশাহীর যোগ্য ব্যক্তি স্বপ্নে তরবারীর নিকটবর্তী হলে, বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন। অন্যথায় সে একজন সাধারণ সাহসী পুরুষ হবে।

বর্শা

- স্বপ্নে পৃথকভাবে বর্শা দেখার ব্যাখ্যা হলো, স্বপ্নদ্রষ্টার ছেলে বা ভাই। বর্শা দিয়ে আঘাত করা, অকল্যাণের লক্ষণ। কারও মতে, এর ব্যাখ্যা হলো ভ্রমণ। হাতে বর্শা দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হবে। তাতে বল্লমের মাথা থাকতে দেখলে, তার ছেলে মানুষের ওপর দায়িত্ব পালন করবে। যদি দেখে, স্বপ্নদ্রষ্টার হাতে বর্শা আর সে আরোহী, তা হলে সে উচ্চমর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে রাজত্ব করবে। আরোহীর হাতে বর্ষাটি ভেঙে যেতে দেখলে, রাজত্ব পরিচালনায় অক্ষম হবে। তীর ভাঙা দেখা, ছেলে বা ভাইয়ের দিকে সম্পৃক্ত। জোরাজুরি করা ছাড়াই ভেঙ্গে গেলে, তাদের কারোর মৃত্যু হবে। ঠিক করতে গিয়ে ভাঙলে, স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হবে।
- স্বপ্নে বল্লমের মাথা ভেঙে যেতে দেখা, ভাই বা ছেলের মৃত্যুর আলামত।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি ইমাম ইবনে সীরীনের কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার হাতে বর্শা এমতাবস্থায় আমি আমীরের সামনে দিয়ে চলছি। ইবনে সীরীন রহ. বললেন, তোমার স্বপ্ন সত্য হলে, তুমি আমীরের সামনে সত্য সাক্ষ্য দেবে।

ঘটনা : আবু মাখলাদ স্বপ্নে দেখলেন, তাকে একটি তীর দেয়া হয়েছে—যা ঝনঝন করছে। পরে বাস্তবে তার একটি ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হল। তিনি তার নাম রেখে দিলেন রানীনী। অপর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন, আকাশ থেকে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এতে তার একটি পা জখম হয়েছে। পরে বাস্তবে তাকে সাপে ওই পায়ে দংশন করেছে।

ফাঁসির দড়ি

- ফাঁসির দড়ি দেখলে, সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। দড়িটি রশির হলে, স্বপ্নদ্রষ্টা পাষাণ হবে। আঁশের হলে, স্বপ্নদ্রষ্টা ভালো হবে। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে, সে এক ব্যক্তিকে ফাঁসি দিচ্ছে, আর দড়িটি তার গর্দানে। তা হলে ফাঁসিদাতা ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করবে। দড়িটি তার বুকের হলে, ফাঁসিদাতা বাস্তবে তাকে ধোঁকা দেবে।

তীর

- যদি কেউ স্বপ্নে তীর দিয়ে আঘাত করতে দেখে, তা হলে আঘাতকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে আঘাতকারী এমন কথা বলবে যাতে সে আঘাত পাবে। তীর হলো দূত প্রেরক। যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে তীর নিক্ষেপ করছে কিন্তু তার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন হয়নি, তা হলে সে তার প্রয়োজনে দূত প্রেরণ করবে কিন্তু তার উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। উদ্দেশ্য অর্জন হলে, সে পূর্ণ করবে। তীরটি সোজা হলে, এমন কিতাব বোঝাবে, যাতে সত্য কথা রয়েছে। তীরটি অসম্পূর্ণ বাঁশের হলে, যা সে ইচ্ছা করে তা যদি পূর্ণ হয় কিংবা আলামত পায়, তা হলে তার নির্দেশ কার্যকর হবে। যদি তীরটি সোজা হয় তা হলে লোকটি বাচাল হবে। তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।
- স্বপ্নদ্রষ্টা কোনো মহিলাকে তীর নিক্ষেপ করতে দেখলে, আর সেটা যদি তার হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে যায়, তা হলে ওই মহিলা তার সঙ্গে ঠাট্টা করবে, পরে সে তার অন্তরকে মহিলার সঙ্গে মিলাবে। তীরটি স্বর্ণের হলে, মহিলার পত্র বোঝাবে। তীরটি বিপরীতমুখী হওয়া, এমন বার্তাবাহকের আলামত—যার কথাবার্তায় নম্রতা রয়েছে। তীরের ধারাল দিকটি ঘুরিয়ে আড়াআড়িভাবে নিক্ষেপ করার ব্যাখ্যা হলো, উল্টা পত্র। তীরটি পালক লাগানো ছাড়া হওয়া, বার্তাবাহকের নিদর্শন।
- তীর নিক্ষেপকারীর তীরটি তার লাগানো ছাড়া হলে, স্বপ্নদ্রষ্টা মহিলার কাছে পত্র প্রেরণ করতে চাইবে, কিন্তু দূত পৌঁছাবে না। তীরটি মাথা ছাড়া হলে, দূত নির্বোধ হবে। যদি তীরটি কেঁপে উঠে, তা হলে দূত তার নিজের ব্যাপারে ভয় করবে। স্বপ্নে তীর নিক্ষেপ করতে এবং তা পৌঁছে যেতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা যদি সন্তানের আশাবাদী হয়, পুত্র সন্তান জন্মাবে। কারো মতে, তীর সত্যকথা বোঝায়। যে আল্লাহকে মানে না তার দিকে এটা ফিরবে।
- মহিলার ক্ষেত্রে তীর স্বপ্নে দেখার হলো তার স্বামী। কোনো মহিলা বন্দুকের নলে উল্টা একটি তীর দেখলে, তার থেকে তার স্বামীর মন পরিবর্তন হবে। কারও মতে, যে দেখে ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ করছে, তা হলে ধনুকটি হলো তার পিতা। আবার অনেক সময় ধনুকটি হয়ে থাকে তার পিতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তি—যে তাকে লালন পালন করে। তীরটি হলো কর্তৃত্ব। কারও মতে তীর দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা ক্ষমতা ও সম্মান পাবে।

ধনুক

- কারও মতে, স্বপ্নে ধনুক দেখা, তার কাছে গোপন সংবাদ আসার আলামত।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সে ধনুকের দ্বারা আঘাত করছে। স্বপ্নবিশারদের কাছে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেন, তুমি চোগলখোর ও নিন্দুকের সঙ্গে সম্পর্ক করবে। দেখা গেল, তিনি যা বলেছেন, বাস্তবে তাই হয়েছে।

- কারও মতে, বন্দুকের নল হলো ছোট শহর বা দেশ। যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে একটি বন্দুকের নল দেয়া হয়েছে, তা হলে সে বাদশাহী পাবে। কারও মতে, বন্দুকের নল দেখার ব্যাখ্যা হলো, নিরাপত্তারক্ষী নারী। নেতৃত্বের যোগ্য যারা, তাদের জন্য নেতৃত্ব।
- গেলাফের ভেতর ধনুক দেখলে, মায়ের পেটে সন্তান জন্ম নেবে। ধনুকটি অন্য অস্ত্রের সঙ্গে হলে, স্বপ্নদ্রষ্টার সম্মান বাড়বে। স্ত্রীকে ধনুক হিসেবে দেখলে, তার স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করবে। স্ত্রী তাকে ধনুক হিসেবে পেলে, তার ছেলে সন্তান জন্ম নেবে।
- তীর ব্যতীত ধনুককে লম্বা করতে দেখলে, সফর করবে। যে দেখে সে আরবের একটি ধনুককে লম্বা করছে তা হলে সে সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে সফর করবে। তার সফরটি সম্মানের সঙ্গে হবে। ধনুকটি পারস্য দেশের হলে, স্বপ্নদ্রষ্টার সফর অনারব দেশের ধনুক এর দিকে হবে। ধনুকের তার ছিঁড়ে গেলে, স্বপ্নদ্রষ্টা সফরে বাধাগ্রস্ত হবে। এছাড়া এটা স্ত্রীর তালাকের আলামত।
- ধনুক ভেঙে যেতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টার স্ত্রীর মৃত্যু বা ছেলের মৃত্যু বা তার কোনো অংশীদার অথবা তার কোনো নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হবে। কখনো ধনুক দ্বারা স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষমতার দিকে ইশারা করা হয়। ধনুক ভেঙে যাওয়া, স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষমতা থেকে পদচ্যুতির আলামত। ধনুক কঠিন হওয়ার মানে হলো, মুসাফিরের অধিক ক্লান্তি। ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ও ছেলের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা বোঝায়। মহিলার ক্ষেত্রে বিদ্বেষের অর্থ বহন করে। ধনুক সহজ হওয়া মানে, এর বিপরীত হওয়া। কখনো ধনুক দেখাটা উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বোঝায়।
- স্বপ্নে তীর ব্যতীত ধনুককে লম্বা করতে দেখলে, দূরবর্তী স্থানে তার সফর হবে। সে সুষ্ঠুভাবে সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। ধনুকের তার ছিঁড়ে যেতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা যে স্থানে সফর করেছে ওই স্থানে পৌঁছে থাকলে সেখানে অবস্থান করবে। যদি তার ধনুক ভেঙে যায় তা হলে আদেশ ও নিষেধ পালন করার ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্বে বিপদ আসবে।

- স্বপ্নে ধনুক গ্রহণ করতে দেখলে, ছেলে সন্তান পাবে। বাদশাহ হলে তার ক্ষমতার সময়কাল বাড়বে। যে ব্যক্তি দেখে, সে ধনুক কাটছে, সে হলো স্ত্রীহীন তবে বিয়ের নিয়ত করেছে, তা হলে বিয়ে করবে। স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলেই স্ত্রী গর্ভবর্তী হয়ে যাবে। ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করে থাকলে, তার আগ্রহ জাগবে না। এখানে ধনুকের ব্যাখ্যা করা হয়েছে মহিলা দ্বারা। কেননা মানুষ বলে : "মহিলারা ধনুকের মতো। সোজা করতে গেলে ভেঙে যাবে।"
- ধনুক সন্তানের দিকে সম্পৃক্ত হলে, সন্তান লেখক হবে। যদি ধনুক লম্বা করে, তার আওয়াজটা পরিষ্কার থাকে এবং এ থেকে নিক্ষেপ করে ফলে তা কার্যকর হয়, তা হলে সে কার্যকর ক্ষমতা পাবে। ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে তার নির্দেশ কার্যকর হবে। কারও মতে, স্বপ্নে নিজ হাতে ভাঙা ধনুক দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করবে।
- বোমা ও প্রাচীন ক্ষেপনাস্ত্র দেখা, মিথ্যা ও অপবাদের আলামত। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, এ দুটি দিয়ে কাফেরদের ঘাটিতে নিক্ষেপ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করছে, তা হলে সে স্বজাতিকে সৎকাজের দিকে ডাকবে।

পাথর

- উঁচু স্থান থেকে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টার এমন রাজ্য পাবে যার মাঝে গর্ত থাকবে। যে পাথরসমূহ পাহাড়ের উপরে বা নিচে রয়েছে এগুলো হলো ওই সকল লোক, দীনের ব্যাপারে যাদের অন্তর কঠোর। শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পাথর উঁচু করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা বীরত্ব ও বাহাদুরীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। পাথর উঁচু করে ফেলতে সক্ষম হলে স্বপ্নদ্রষ্টা বিজয়ী হবে। নইলে পরাজিত হবে।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, তার ঘরে একটি পাথর প্রবেশ করেছে। স্বপ্নবিশারদের কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, তোমার একটি পাষাণ সন্তান জন্ম নেবে। এরপর তার কাছে সংবাদ এলো যে, সে তার কন্যাকে বিয়ে দিয়েছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে যে দীনকে নষ্ট করেছে।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, তার কানে পাথর পড়েছে। সে ভয়ে কান ঝাড়তে লাগল ফলে তা বের হয়ে গেল। ইমাম ইবনে সীরীন রহ.-এর কাছে স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি বললেন, এই লোকটি বিদআতী। মজবুত কালেমা দ্বারা তার কান ভারী হয়ে গেছে।

- কেউ কারো দিকে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখলে, নিক্ষেপকারী ওই ব্যক্তিকে

সত্য বিষয়ের দিকে ডাকবে। কারও মতে, স্বপ্নদ্রষ্টাকে মহিলারা পাথর নিক্ষেপ করতে দেখলে, মহিলারা তাকে জাদু দ্বারা ষড়যন্ত্র করবে।

কাঁটা, কুড়াল ও বর্ম

- স্বপ্নে কাঁটা দেখার ব্যাখ্যা হলো, ভাই। সে তার পক্ষে থাকবে। অথবা ছেলে সন্তান অথবা তার ওপর সহনশীল সেবক—যে তার মালিককে রক্ষা করবে। স্বপ্নে কুড়াল দেখা, সম্মানের প্রতীক। ব্যবসায়ীর জন্য লাভের আলামত। বর্ম দেখলে, দীনকে বিপদ-আপদ ও মুসীবত থেকে রক্ষা করবে। লৌহবর্ম পরিধানকারী শাসনক্ষমতা পেতে পারে।
- বর্ম বানাতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা একটি নিরাপদ শহর বানাবে। বর্মটির অর্থ হবে সাহায্যকারী ভাই। অথবা দয়াশীল সন্তানের মর্ম বহন করবে। ব্যবসায়ী বর্ম পরিধান করতে দেখা, তার প্রতি অনুগ্রহের লক্ষণ। সে নিরাপত্তা ও হেফাজতের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে। কারও মতে, স্বপ্নে বর্ম পরিধান করা সুন্দরী, ধনী, গুণী ও শক্তিশালী মহিলা বিয়ে করার আলামত।
- স্বপ্নে মাথায় হেলমেট থাকতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টার সম্পদ নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। সে অনেক সম্মান ও মর্যাদা পাবে। কারও মতে, হেলমেটটি উঁচু ও মূল্যবান হলে সুন্দরী ধনাঢ্য মহিলা পাবে। উঁচু না হলে বিশ্রী মহিলা পাবে। কারও মতে, স্বপ্নে যে ব্যক্তি তার মাথায় লোহার হেলমেট দেখবে, সে বড় দায়িত্ব পালন করবে।
- স্বপ্নে লোহার দুটি বাহু দেখার ব্যাখ্যা হলো, স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মীয় লোকদের থেকে দুই ব্যক্তি। যাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তার ওপর দুটি বাহু রয়েছে তা হলে সে তার নিকটবর্তী আত্মীয় লোকদের দ্বারা শক্তিশালী হবে। কারো মতে, শক্তির অধিকারী দুই লোক তার সাথী হবে। কখনো এর ব্যাখ্যা হবে, তার ভাই বা ছেলে।
- কেউ নিজের ওপর দুটি লোহার ঘোড়া থাকতে দেখলে, তাই দুটি ছেলে হবে এবং সফরের শক্তি পাবে।

ঢাল

- স্বপ্নে ঢাল দেখার ব্যাখ্যা হলো, ভদ্র, উন্নত স্বভাবের অধিকারী, সর্বক্ষেত্রে ভাইদের পরিপূর্ণ অনুসারী, তাদের হেফাজত ও সাহায্যকারী তাদেরকে দুর্দশা থেকে রক্ষা করে এমন ব্যক্তি। কারো মতে, এটা শপথের আলামত। কারো

মতে, স্বপ্নদ্রষ্টা এমন সন্তান লাভ করবে, যে তার বাবা থেকে দূরে সরে যাবে। সাদা ঢাল ঋণগ্রস্ততা লক্ষণ। সবুজ ঢাল খোদাভীরুতা আলামত। লাল ঢাল খেললাধুলা ও আনন্দ ইঙ্গিত। কালো ঢাল আয়ত্বাধীন ব্যক্তি এবং নেতৃত্বের নিদর্শন।

- ঢালের সঙ্গে অস্ত্র দেখলে, বুঝতে হবে ষড়যন্ত্র করে তার শত্রুরা তার কাছে পৌঁছতে পারবে না। যদি কোনো কারিগর অথবা ব্যবসায়ী দেখে যে, ঢাল তার সামগ্রীর কাছে রাখা অথবা তার দোকানে অথবা যার সঙ্গে লেনদেন করেছে তার কাছে, তা হলে এই লোকটি শপথকারী হবে। স্বপ্নে নিজের সঙ্গে ঢাল থাকতে দেখলে, তার এমন একটি সন্তান হবে, যে তার পরিপূর্ণ খরচ দেবে এবং তার দুঃখ লাঘব করবে। কেউ বলে, যে ব্যক্তি ঢাল দ্বারা ঢাল ফেরায়, সে এমন শক্তিশালী ব্যক্তির নৈকট্য পাবে যার দ্বারা সে বিজয়ী হবে। কেউ বলেছেন, ঢালটি মূল্যবান হলে, সুন্দরী মহিলা পাবে। নইলে বিশ্রী মহিলা পাবে।

হত্যা

- কোনো মানুষকে স্বপ্নে হত্যা করতে দেখলে, বড় ধরনের কাজে লিপ্ত হবে। কারো মতে, সে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে। নিজেকে হত্যা করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা কল্যাণ পাবে। সে একনিষ্ঠ তওবা করবে। স্বপ্নে নিজেকে হত্যা করা হচ্ছে দেখলে তার হায়াত দীর্ঘ হবে। স্বপ্নে কোনো ব্যক্তিকে জবাই করা ছাড়া হত্যা করতে দেখলে, নিহত ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম হবে। যদি দেখে, সে তাকে জবাই করছে তা হলে জবাইকারী জবাইকৃত ব্যক্তির প্রতি তার দীনের ব্যাপারে বাস্তবে অন্যায় করবে। অথবা সে তাকে গোনাহে উদ্বুদ্ধ করবে। কারো মতে, নিহত ব্যক্তি যদি তার হত্যাকারীকে চেনে, তা হলে সে ক্ষমতা, সম্পদ ও অনেক কল্যাণ পাবে। এটা সে পাবে তার হত্যাকারী বা তার শরীক থেকে।
- নিজেকে যদি জবাইকৃত দেখে এবং কে জবাই করেছে তা জানা না থাকে, তা হলে সে হবে এমন ব্যক্তি, যে বিদআত সৃষ্টিকারী। অথবা তার গলায় মিথ্যা স্বাক্ষ্য ও বিচারের মালা পরিধান করবে।
- পিতা-মাতা অথবা পিতাকে জবাই করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা তাদের অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হবে। কোনো মহিলাকে জবাই করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা তার সঙ্গে মিলিত হবে। তদ্রূপ, যদি কোনো মন্দ প্রাণী জবাই করতে দেখে তা হলে সে কোনো মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করবে এবং কুমারিত্ব নষ্ট করবে। নর

প্রাণীকে তার পেছন দিক থেকে জবাই করতে দেখা, সমকামিতার আলামত। যদি দেখে, সে শিশু বাচ্চাকে জবাই করে আগুনে ভুনা করছে, তবে ভুনা পূর্ণতা পায়নি, তা হলে এক্ষেত্রে জুলুমটি শিশুর মাতা-পিতার জন্য বোঝাবে। যদি ভুনা পূর্ণতা পায় তা হলে জুলুমটি তার নিজের ব্যাপারেই বোঝাবে।

- স্বপ্নে কোনো জবাইকৃত শিশুকে ভুনা দেখা, শিশুটির শৈশবকাল শেষ হয়ে পুরুষের সারিতে পৌঁছার ইঙ্গিত। শিশুর পরিবার তার গোশত খেতে দেখলে, শিশুটি তার পরিবারকে তার কল্যাণকামী ও শ্রেষ্ঠ পাবে। বাদশাহ কোনো লোককে জবাই করে তার লাশ স্বপ্নদ্রষ্টার ঘাড়ের ওপর মাথাবিহীন রেখে দিতে দেখলে, বাদশা মানুষের প্রতি জুলুম করবে। তার কাছে মানুষেরা এমন কিছু চাইবে যা দিতে সে অক্ষম। জবাইকৃত লাশের সঙ্গে তার মাথা থাকলে, মানুষেরা যা চাইবে তা দিতে সে সক্ষম হবে।
- গোলাম যদি স্বপ্নে দেখে, তার মনিব তাকে হত্যা করেছে, তা হলে বুঝতে হবে, মনিব তাকে মুক্ত করে দেবে।

ঘটনা : জনৈক মহিলা ইবনে সীরীনের কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার স্বামীকে স্বজাতির সঙ্গে হত্যা করেছি। ইবনে সীরীন রহ. বললেন, তোমার স্বামীকে তুমি গোনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছ। মহিলা বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি ইবনে সীরীন রহ.-কে বলল, আমি দেখেছি একটি ছেলেকে হত্যা করে আমি তাকে ভুনা করেছি। তিনি বললেন, তুমি অচিরেই এই ছেলেটির প্রতি জুলুম করবে। তুমি তাকে একটি নিষিদ্ধ কাজে ডাকবে। ফলে সে তোমার অনুসরণ করবে।

- ঘাড়ে আঘাত করে স্বপ্নদ্রষ্টার মাথাকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে দেখলে, যদি সে অসুস্থ থাকে, সুস্থ হয়ে যাবে। ঋণগ্রস্ত হলে ঋণ আদায় হয়ে যাবে। দুর্দশায় থাকবে, তার থেকে তা দূর হয়ে যাবে। যে তার গর্দানে আঘাত করেছে যদি সে তাকে চেনে তা হলে এগুলো তার হাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যে আঘাত করেছে সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে থাকলে, এর ব্যাখ্যা হবে আরাম আয়েশ। তার থেকে রোগের দুর্দশা দূর করে দেয়া হবে। যদি স্বপ্নদ্রষ্টা দীর্ঘ দিন যাবৎ অসুস্থ থাকে তা হলে তার থেকে গোনাহ ঝরে যাবে। সে ভালো অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তদ্রূপ, যদি স্বপ্নদ্রষ্টা হায়েজ ও নেফাসওয়ালা মহিলা হয় অথবা যে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত কিংবা ওই সব বিপদে আক্রান্ত যার দ্বারা শহীদ হওয়া ইঙ্গিত করে এমন

লোক হয়, সেক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাখ্যা। ওই ব্যক্তি কোনো বিপদে না থাকলে এবং যেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এগুলোর কোনোটাই না থাকলে, সে ওইসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবে। সহানুভূতি থেকে দূরে থাকবে। তার থেকে রাজত্ব চলে যাবে এবং সব ক্ষেত্রে তার অবস্থায় পরিবর্তন দেখা দেবে।

- অভিভাবক স্বপ্নদ্রষ্টার ঘাড়ে আঘাত করেছে দেখলে, মহান আল্লাহ তাকে চিন্তা থেকে মুক্তি দেবেন। তাকে তার কাজে নিযুক্ত করবেন। বাদশা তার প্রজার গর্দানে আঘাত করতে দেখা, বাদশা অপরাধীদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার ইঙ্গিত। তার গোলামদেরকে আজাদ করে দেবার লক্ষণ। কারণ, গর্দানে আঘাত করা বাদশার জন্য তার আযাদ বা বিক্রয় বোঝায়। খরচকারী সম্পদের মালিকের জন্য তার সম্পদ চলে যাওয়া বোঝায়। মুসাফিরের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, তাদের প্রত্যাবর্তন।
- স্বপ্নে নিজের কর্তিত মাথা নিজ হাতে দেখলে, নিঃসন্তান নেককার বোঝাবে। যে বিবাহিত নয় এবং সফরে বের হতেও সক্ষম নয়। বাদশাহ তার মধ্যম শ্রেণীর প্রজাকে আঘাত করছে দেখলে, বাদশাহ তাদের মাঝে ন্যায় বিচার করবে। কেউ লোকদেরকে দুই ভাগ করতে এবং প্রত্যেক অংশকে কোনো স্থানে দায়িত্ব অর্পণ করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা দুটি মহিলা বিয়ে করবে। তবে তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে সক্ষম হবে না। আবার তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া সে সমীচীন মনে করবে না। কেউ বলেন, যে ওই স্বপ্ন দেখবে সে তার ও তার সম্পদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবে।

যুদ্ধ

- যুদ্ধ স্বপ্নে দেখার তাবীর হলো, মানুষের ঝগড়া। মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দেখা, অন্যের সঙ্গে যুদ্ধের আলামত। অস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ দেখলে, মানুষ নিহত হবে। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে ওই সকল অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করছে যা মানুষের কাছে থাকে অথবা বোমা জাতীয় কিছু নিয়ে যুদ্ধ করছে, তা হলে বুঝতে হবে, সে এমন ধনাঢ্য মহিলাকে বিয়ে করবে যে মানব সেবা ও দরিদ্রদেরকে ভালোবাসায় অতুলনীয় হবে।
- তরবারী দ্বারা আঘাত করতে দেখলে, আল্লাহর রাস্তায় মর্যাদা অর্জন করবে। কোনো লোকের হাতে প্রসিদ্ধ তরবারী দেখলে, ওই লোক নিজে কোনো কাজের কারণে খ্যাতি পাবে। বর্শা দ্বারা আঘাত করলে, কথার দ্বারা আঘাত করবে। যদি তরবারী, লাঠি বা খুঁটি দ্বারা যদি স্বপ্নে কারো প্রতি আঘাতের

ইশারা করে, আঘাত না করে, তা হলে এতে বুঝতে হবে, সে এমন কথা বলার ইচ্ছা করবে, যা সে বলবে না। যদি যুদ্ধটি আল্লাহর রাস্তায় হয়, সে ছিল তীর নিক্ষেপকারী, তা হলে সে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার মাধ্যমে তার প্রয়োজন পূর্ণ করবে। যুদ্ধটি দুনিয়ার ব্যাপারে হলেও সে তার মর্যাদা পাবে।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি ইমাম ইবনে সীরীনের কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে মানুষের দুটি সারি দেখেছি, তাদের একদল মানুষ অপরদলকে তীর নিক্ষেপ করছে। একদল তীর নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভেদ করে অপর দল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ইবনে সীরীন রহ.-এর ব্যাখ্যায় বললেন, তাদের ওই দুই দলের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে। লক্ষ্যভেদকারীরা সঠিক কাজ করবে ভুলকারীরা মিথ্যা কথা বলবে।

- তীর নিক্ষেপকারী স্বপ্নে আল্লাহর রাস্তায় তার তীরকে লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিলে, মহান আল্লাহ তার দুআ কবুল করবেন। যদি এটা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে হয় তা হলেও সে তার মর্যাদা পাবে।

আঘাত

- স্বপ্নে দুই হাতে জখম করছে দেখলে, ওই ধন-সম্পদ লাভ করবে, যা তার কাছে রয়েছে। যদি তার ডান হাতে আঘাত করে তা হলে এর ব্যাখ্যা হলো, ওই সম্পদ যার দ্বারা তার নিকটবর্তী পুরুষ উপকৃত হবে। বাম হাতে হলে তার নিকটবর্তী মহিলারা উপকৃত হবে। যদি তার ডান পায়ে আঘাত করে তা হলে সম্পদটা আসবে চাষাবাদ ও ফসল থেকে। যদি তার পায়ের গোড়ালিতে জখম করে, তা হলে সম্পদটা আসবে তার সন্তানাদি ও পরবর্তী বংশধরদের থেকে। স্বপ্নে ডান হাতের বৃদ্ধা আঙুলে জখম করা স্বপ্নদ্রষ্টার দীনের উপরে চলার কথা বোঝায়। রক্ত প্রবহমান থাকে এমন প্রত্যেক জখম দেখার ব্যাখ্যা হলো, সম্পদের ব্যয় ও ক্ষতি।
- স্বপ্নে নিজ শরীরে তাজা জখম দেখা—যার থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, এটা তার সম্পদের ক্ষতিকর হওয়ার আলামত বহন করছে। পরে লাভও আসবে। যদি আঘাতটি মাথায় হয় এবং রক্ত প্রবাহিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে, সে সম্পদ পাওয়ার কাছাকাছি আছে। তবে যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তা হলে এটা সম্পদ হাতে পাওয়ার ইশারা।
- যদি বাদশাহ বা নেতা স্বপ্নে দেখে যে, সে তার মাথায় আঘাত করছে এমনকি তার চামড়া ও হাড্ডিকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে. তা হলে এটা তার দীর্ঘায়ুর লক্ষণ। হাড্ডিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে দেখলে, তার বাহিনী

পরাজিত হবে। বাদশাহ বা নেতা স্বপ্নে তার বাম হাতে আঘাত করতে দেখলে, তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যদি ডান হাতে আঘাত করে তা হলে তার রাজত্ব বৃদ্ধি পাবে। যদি তার পেটে আঘাত করে তা হলে তার খাজানার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। যদি তার রানে আঘাত করে তা হলে তার আত্মীয়-স্বজন বৃদ্ধি পাবে। যদি পায়ের নলায় আঘাত করে তা হলে তার হায়াত দীর্ঘ হবে। যদি তার দুই পায়ে আঘাত করে, তা হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সম্পদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

- মানুষ তার অঙ্গ কেটে পৃথক করে ফেলতে দেখলে, কর্তনকারী তার ব্যাপারে এমন একটি কথা বলবে, যার দ্বারা সে তার উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। তার সন্তানদেরকে পৃথক করে দেবে। দেশের মাঝে তাদেরকে ছড়িয়ে দেবে। আঘাতকারী ব্যক্তি আঘাতকৃতের রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হলে, সে যে পরিমাণ রক্ত মেখেছে ওই পরিমাণ হারাম সম্পদ পাবে।
- কোনো কাফেরকে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা প্রকাশ্য শত্রুর সঙ্গে বিজয়ী হবে। যে পরিমাণ রক্ত তার থেকে ঝরে পড়বে, ওই পরিমাণ তার থেকে হালাল সম্পদ পাবে। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরের রক্ত প্রবাহিত করা মুমিনের জন্য বৈধ।
- যদি কেউ স্বপ্নে দেখে, মানুষ তাকে আঘাত করছে, তার থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়নি, তা হলে আঘাতকারী তার কথার উত্তরে সঠিক কথা বলবে। যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তা হলে যতটুকু এক্ষেত্রে সত্য বলবে এতটুকু সে তার গীবত করবে। প্রহারকৃত ব্যক্তি গোনাহ থেকে বের হয়ে যাবে। কারও মতে, যে ব্যক্তি দেখে, লোহা বা চাকু জাতীয় অস্ত্র দ্বারা আঘাত করছে, তা হলে সে তার খারাপ কাজ ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবে—যাতে কোনো কল্যাণ নেই।
- কোনো অঙ্গে আঘাত দেখার ব্যাখ্যা ওই আহত অঙ্গ হিসেবে হবে। আঘাতটি সিনা বা অন্তরে হওয়া, পুরুষ ও মহিলার মধ্যকার যৌবনের প্রেমের ইশারা। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ক্ষেত্রে তাদের দুশ্চিন্তার আলামত।

রক্ত

- স্বপ্নে রক্ত দেখার ব্যাখ্যা হলো হারাম সম্পদ বা গোনাহ। স্বপ্নে নিজেকে রক্তে রঞ্জিত হতে দেখলে, বুঝতে হবে, সে হারাম সম্পদ উপার্জনে লিপ্ত হবে অথবা বড় ধরণের কোনো গোনাহে জড়াবে। যে দেখে তার কাপড়ে রক্ত এবং কোথা থেকে লাগল তা জানা না থাকে, তা হলে কেউ তার ওপর হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনার ন্যায় ধারণাতীতভাবে মিথ্যা অপবাদ দেবে।

- নিজের জামা ষাঁড়ের রক্তে রঙিন হয়ে গেছে দেখলে, ধোঁকাবাজ ব্যক্তি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ করবে। স্বপ্নে ভেড়ার রক্ত মাখানো, তার ওপর কৃপণ ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক মিথ্যা আরোপ করবে। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে মানুষের রক্ত পান করছে, তা হলে সে সম্পদ ও কল্যাণ পাবে। কঠিন মুসিবত ও প্রত্যেক ধরণের ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে। কারও মতে, যে ব্যক্তি মানুষের রক্ত পান করবে, সে গোনাহ থেকে তওবা করবে ও গোনাহ থেকে বিরত থাকবে।

- রক্তের কূপে পড়ে যেতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা হারাম সম্পদ উপার্জনে লিপ্ত হবে। শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত করা শান্তি ও সুস্থতার ইশারা। স্বপ্নদ্রষ্টা যদি সফরে থাকে তা হলে এটা সফর থেকে নিরাপদে ফিরে আসার ইঙ্গিত।

ঘটনা : আয্‌দ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেন, গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সুস্থ দৃষ্টি শক্তি নিয়ে শেষ ওয়াক্তে এশার নামাজ আদায় করলেন। কিন্তু তিনি সকালে অন্ধ হয়ে যান। আমরা তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার চোখের এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, স্বপ্নে আমার কাছে এক লোক এলো। এরপর আমি তাকে ধরলাম। সে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উপবিষ্ট। তার সামনে রয়েছে রক্তে পূর্ণ একটি পাত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয় তুমি ওই সকল লোকদের মাঝে ছিলে যারা হযরত হুসাইন রাযি.-কে শহীদ করেছিল। আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি আমার বৃদ্ধা ও মধ্যমা এই দুটি আঙুল ধরলেন এবং এ দুটিকে রক্তের মাঝে চুবালেন। এরপর আমার জখম ভালো হয়ে গেল। আমি সকাল করলাম এমতাবস্থায় যে, কোনো কিছু দেখি না।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রহ.-এর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার হাতে একটি রক্তের ফোঁটা। যখনই দুই হাত ধৌত করি তখনই এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। তিনি বললেন, তুমি এমন ব্যক্তি, যে তোমার সন্তানাদি থেকে তুমি বিচ্ছেদ থাক। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর ও সন্তান তোমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখ।

ঘটনা : সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার কাপড়ে রক্ত। এরপর সকাল বেলায় মসজিদে গেলাম। মসজিদের দরজায় ছিল এক স্বপ্নবিশারদ। আমি তার কাছে আমার স্বপ্ন বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তোমার ওপর মিথ্যা আরোপ করা হবে। পরে তাই হলো যেমনটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

শূল

- শূল তিন প্রকার, প্রথম প্রকার শূল হায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় প্রকার শূল মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার শূল হত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে ব্যক্তি হায়াতের শূল স্বপ্নে দেখবে, সে তার দীনের সংশোধনীর সঙ্গে সঙ্গে উঁচু মর্যাদা পাবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর শূল দেখবে, সে তার দীনকে নষ্ট করার সঙ্গে উঁচু পর্যায়ে পৌঁছবে। যে নিহতের শূল দেখবে, সে উঁচু মর্যাদা পাবে কিন্তু তার ওপর মিথ্যা আরোপ করা হবে।

- যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে শূলে চড়ানো হয়েছে কিন্তু সে জানে না কখন চড়ানো হয়েছে। তা হলে এটা তার সম্পদ কমে যাওয়ার আলামত। কেউ বলেন, এ স্বপ্ন ধনীদের জন্য অশুভ। কেননা যাকে শূলে চড়ানো হয়, সে উলঙ্গ থাকে। দরিদ্রদের জন্য এ স্বপ্ন ধনী হওয়ার ইশারা। সমুদ্রে সফরকারীর জন্য তাদের সফর শুভ হওয়া ও ভয় ভীতি থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষণ। কেননা বাহন হল কষ্টের। আর নৌকার নিম্নভাগ শূলের মতো। কারও মতে, গোলাম শূলে চড়তে দেখলে, সে মুক্ত হবে। কতক স্বপ্নবিশারদ বলেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে তাকে শহরের দেয়ালে শূলে চড়ানো হয়েছে, মানুষ তাকে প্রত্যক্ষ করছে, তা হলে সে বাদশাহী ও উঁচু পদ পাবে। দুর্বল ও সবল সকলেই তার অধীনে থাকবে। তার থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখলে, তার প্রজারা তার দ্বারা উপকৃত হবে।

- কেউ শূলে ঝুলানো ব্যক্তির মাংস খেতে দেখলে, সে উঁচু পর্যায়ের নেতার পক্ষ থেকে সম্পদ ও কল্যাণ পাবে। কেউ বলেন, এর দ্বারা এই ইঙ্গিত হয় যে, সে বাদশা বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নেতাদের গীবত করবে। একথা ওই সময় প্রযোজ্য, যখন শূলে ঝুলানো ব্যক্তির মাংস ভক্ষণ করার দ্বারা স্বপ্নে তার শরীরে খারাপ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হবে।

পরাজয়

- পরাজয় কাফেরদের জন্য চূড়ান্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ

"মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিলেন।"[৯১]

- এটা যুদ্ধের ময়দানে মুমিনদের জন্য সফলতার ইঙ্গিত। ন্যায়পরায়ণ সেনাবাহিনী দ্বারা পরাজিত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টারা

৯১. সুরা হাশর : আয়াত ২।

সফল ও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। তারা অত্যাচারী হলে, তাদের ওপর শাস্তি আসবে। হত্যা অথবা মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে দেখা, স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ

"হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা যুদ্ধ থেকে পালাতে চাও, তবে এই পালানো তোমাদের কোনো কাজে আসবে না।"[৯২]

- কারও মতে, শত্রু থেকে পলায়ন করা, নিরাপত্তা ও উদ্দেশ্য সাধনের ইঙ্গিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

"এরপর আমি ভয়ে তোমাদের কাছ থেকে পালালাম। পরে আমার প্রভু আমাকে প্রজ্ঞা দান করলেন।"[৯৩]

- যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোনো লোককে আহ্বান করে আর নিজে তার থেকে পলায়ন করে, তা হলে বুঝতে হবে, স্বপ্নদ্রষ্টাকে অনুসরণ করা হবে না। তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا ۝

"কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়নকেই বাড়িয়েছে।"[৯৪]

- কারও মতে, পলায়নের ব্যাখ্যা হলো, নিরাপত্তা। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে পলায়ন করো (ধাবিত হও)। আমি তার তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সাবধানকারী।"[৯৫]

- শত্রু থেকে লুকিয়ে থাকতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা তার সঙ্গে বিজয়ী হবে। যদি শত্রু তার কাছে এসে যায়, তা হলে শত্রুর পক্ষ থেকে তার ওপর বিপদ আসবে। শত্রু কাছে এসে যাওয়ায় স্বপ্নদ্রষ্টা কেঁপে উঠলে অথবা ভয় পেয়ে

৯২. সুরা আহযাব : আয়াত ১৬।
৯৩. সুরা শুআরা : আয়াত ২১।
৯৪. সুরা নুহ : আয়াত ৬।
৯৫. সুরা যারিয়াত : আয়াত ৫০।

রগ ঢিলা হয়ে গেলে, তারা তাকে কষ্ট দেবে কিন্তু সে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম হবে না।

বন্দিত্ব

- কারও মতে, বন্দিত্ব বার্ধক্য ও দরিদ্রতার লক্ষণ। কেউ বলেন, বন্দিত্ব সফরের আলামত। কেননা, এটা চলাকে পরিবর্তন করে দেয়। বন্দিত্বের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি বন্দিত্বকে ভালোবাসি। বেড়ী পরাকে অপছন্দ করি।"
- নিজেকে বন্দী দেখা, দীনের ওপর অটল থাকার আলামত। বাঁধন রুপার হলে, বিয়ে সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে অটল থাকবে। সেটি তারের হলে, অপছন্দনীয় কাজে অটল থাকবে। শীসার হলে, লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কাজে অটল থাকবে। বাঁধনটি রশির হলে দীনের ওপর অটল থাকবে। যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ

"তোমরা আল্লাহর রশিকে শক্ত হাতে ধারণ কর।"[৯৬]

- আবদ্ধ ব্যক্তি ঋণী হলে বা মসজিদে থাকলে, সে আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকবে। স্বপ্নে আবদ্ধ ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হলে এবং কাধে তরবারী ঝুলানো থাকতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকবে। স্বপ্নে মুসাফির যদি নিজের বন্দিত্ব দেখলে, বুঝতে হবে, সে সফরে বাধাগ্রস্ত হবে। এ স্বপ্ন ব্যবসায়ীর জন্য অচল পণ্য বেঁধে নিয়ে যাওয়ার আলামত। চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য তার চিন্তায় অটল থাকার লক্ষণ। রোগীর জন্য তার রোগ দীর্ঘ হওয়ার ইশারা।
- কেউ নিজেকে স্বপ্নে আল্লাহর রাস্তায় আটক দেখলে, সে নিজ পরিবারের কাছে অবস্থান করতে চাইবে। কোনো গ্রামে বা শহরে আটক থাকতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা ওই জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। নিজেকে কোনো ঘরে আবদ্ধ দেখলে, বুঝতে হবে, সে মহিলা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আনন্দিত ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে বন্দী দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বদা আনন্দ-উল্লাসে থাকবে। যদি কয়েদী স্বপ্নে দেখে যে, তার আরেকটি বেড়ী বাড়ানো হচ্ছে, তা হলে বুঝতে হবে, সে অসুস্থ থাকলে, এই অসুস্থতার মাঝেই মৃত্যুবরণ করবে। সুস্থাবস্থায় আটক থাকলে, তার আটক থাকা দীর্ঘ হবে।

৯৬. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৩।

- কষ্টের সঙ্গে বেঁধে রাখা হতে দেখলে, বুঝতে হবে, সে মুনাফেকীর কারণে আবদ্ধ। স্বপ্নদ্রষ্টা নিজেকে সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আবদ্ধ দেখলে, তার জীবন দীনের কাজে ও সাওয়াব লাভে উদ্দেশ্যে কাটবে। যদি সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় হয়, তা হলে তার জীবন ইলম ও ফিকাহ শিক্ষার উদ্দেশ্যে কাটবে। লাল কাপড় পরিহিত অবস্থায় হলে, তার জীবন খেলাধুলা ও প্রফুল্লতার উদ্দেশ্যে কাটবে। হলুদ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আবদ্ধ থাকতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা অসুস্থ অবস্থায় থাকবে।
- কাউকে স্বর্ণের শিকলে আটক করা হয়েছে দেখলে, সে সম্পদের অপেক্ষায় থাকবে। প্রাসাদের মাঝে স্ফটিক দিয়ে বেঁধে রাখা হতে দেখলে, বুঝতে হবে, এমন একজন সুন্দরী মহিলা তার সঙ্গী হবে—যে সর্বদা তার সংশ্রবে থাকবে। স্বপ্নদ্রষ্টাকে অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে বেঁধে রাখা হতে দেখলে, এর দ্বারা কবীরা গোনাহ বোঝাবে—যার ওপর সে বাদশার শাস্তির ভয় করবে।

বেড়ী

- যদি স্বপ্নে নিজের হাত গলার সঙ্গে বেড়ী লাগানো দেখে, তা হলে বুঝতে হবে, সে অনেক সম্পদের মালিক হবে। কিন্তু তার যাকাত আদায় করবে না। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে, তার হাত গলার সঙ্গে বেড়ী লাগানো, সে গোনাহ থেকে বিরত থাকবে। স্বপ্নদ্রষ্টার দুই হাতেই বেড়ী পরানো দেখা, তার কঠিন কৃপণতার আলামত। যদি বেড়ীটি এমন কোনো কিছুর হয় যার চারপাশে লোহা লাগানো এবং তার মাঝে কষ্টি লাগানো, তা হলে এটা তার মুনাফিকীর নিদর্শন।
- কাফের ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে আবদ্ধ ও বেড়ী পরানো দেখলে, বুঝতে হবে, তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হবে। কাউকে ধরে বেড়ী পরানো হচ্ছে দেখলে, সে মারাত্মক সমস্যায় পড়বে।

ঘটনা : জনৈক মহিলা ইমাম ইবনে সীরীনের কাছে এসে বলল, আমি এক ব্যক্তিকে বেড়ী পরানো অবস্থায় দেখেছি। ইমাম ইবনে সীরীন রহ. বললেন, ওই বেড়ী হল কাঠের। সে হল এমন ব্যক্তি যাকে আরবী লোক বলে ডাকা হয়, অথচ এটা সত্য নয়। পরে দেখা গেল, তিনি যা ব্যাখ্যা করেছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে।

ঘটনা : ইমাম শাফিয়ী রহ. স্বপ্নে দেখলেন, তিনি আটক আছেন, পরে

আমীরুল মুমিনিনের সঙ্গে পরপর তাকে শূলে চড়ানো হল। স্বপ্নবিশারদের কাছে তার স্বপ্নের কথা জানানো হলে, তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ স্বপ্ন দেখেছে অচিরেই তার আলোচনা বিস্তার পাবে এবং তার মর্যাদা উঁচু হবে। পরে দেখা গেল, তিনি যা ব্যাখ্যা করেছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে।

ঘটনা : জনৈক ব্যক্তি ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাবের যুগে ইমাম ইবনে সীরীনের কাছে এসে বললেন, আমি হযরত কাদাতাহকে শূলে চড়ানো দেখেছি। ইমাম ইবনে সীরীন বললেন, সে মর্যাদাবান হবে কাদাতাহ থেকে হাদীস শ্রবণ করবে।

শিকল

- শিকল স্বপ্নে দেখা বড় ধরণের গোনাহে লিপ্ত হওয়া আলামত। স্বপ্নে পুরুষের গলায় শিকল থাকতে দেখলে, বুঝতে হবে, সে মন্দ স্বভাবের মহিলাকে বিয়ে করবে। স্বপ্নে যাকে শিকল দ্বারা বাঁধা হয় ভবিষ্যতে তার চিন্তিত হওয়া বোঝায়। নিজে নিজেই বন্দিত্ব গ্রহণ করতে দেখলে, স্বপ্নদ্রষ্টা কখনো প্রশংসিত হবে না। এটা তার অসুস্থতা ও দুশ্চিন্তা দীর্ঘ হওয়ার আলামত। নাউযুবিল্লাহ।

মীমাংসা

- মীমাংসা করতে দেখলে, ভালো বিষয় প্রকাশ পাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"আর মীমাংসা ভালো।"[৯৭]

- মীমাংসার দিকে আহ্বান করা সৎ কাজ ও হেদায়েতের দিকে আহ্বান করার ইঙ্গিত। মীমাংসা থেকে বিরত থাকার আদেশকারী কল্যাণের প্রতিরোধকারী হিসেবে বিবেচিত।

৯৭. সুরা নিসা : আয়াত ১২৮।